

রাজ্যকে উপহার রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীপাবলির আগে রাজ্যবাসীকে বড় উপহার দিল ভারতীয় রেল। সোমবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৬-এ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো সাঁতরাগাছি,খাতিপুরা (জয়পুর) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের। এই নতুন দূরপাল্লার ট্রেনের চালু হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের রেল যোগাযোগ আরও মজবুত হবে বলেই রেলের দাবি। এদিন দিল্লি থেকে ভার্গ্যালি সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অন্যদিকে, সাঁতরাগাছি রেল স্টেশনের মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থেকে



নতুন এই ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ১৮০৬১/১৮০৬২ সাঁতরাগাছি, খাতিপুরা এক্সপ্রেসটি প্রতি বুধবার দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে। ঋড়গপুর, টাটানগর, পুরুলিয়া ও রাতি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরের দিন অর্থাৎ বুধস্পতিবার রাত ১১টায় সেটি জয়পুর সলংগ খাতিপুরা স্টেশনে পৌঁছবে। একইভাবে, ফিরতি পথে ট্রেনটি খাতিপুরা থেকে প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে রওনা দিয়ে শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে পৌঁছবে। ১৬টি অত্যধুনিক এলএইচবি কোচ সমৃদ্ধ এই ট্রেনে স্লিপার এবং থ্রি-এসি ও এসি ইকোনমি কামরার সুবিধা থাকবে।

সোমবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘আগে কলকাতার মানুষকে জয়পুরের ট্রেন ধরতে ঋড়গপুর যেতে হতো। এখন সাঁতরাগাছি ও টাটানগর থেকেও সরাসরি রাজস্থান যাওয়ার ট্রেন চালু হলো’। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং রাজ্যে চলমান মেট্রো প্রকল্পগুলির দ্রুত উদ্বোধনের পাশাপাশি গঙ্গাসাগর পর্যন্তও সরাসরি রেলপথ চালুর আশ্বি জানান।

চুশ্বনের ‘শাস্তি’! বন্ধু-সহ তরুণ ও তাঁর বাবাকে বন্দুকের মুখে নগ্ন করে ঘোরানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে নারী নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই খাস কলকাতার বুকে ঘটল এক পৈশাদিক ও লজ্জাজনক ঘটনা। প্রেমে মজেছিলো এক তরুণ। আর তার জেরে যে শাস্তি তাকে ও তাঁর পরিবারকে ভোগ করতে হলো, তা মনে করিয়ে দেয় মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে। বেহালাার সরশুনা থানা এলাকায় এক কিশোরীর সঙ্গে সম্পর্কের জেরে তরুণ, তাঁর বাবা এবং এক বন্ধুকে বন্দুকের মুখে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্যে রাষ্ট্র করেতে যান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ১৯ বছর বয়সি এক বন্ধুও। অভিযোগ, সেই সময় দু’জনে কথা বলার ফাঁকে



সোমবার বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে চোরবাগান সর্বজনীনের বিপর্যয়ে মৃতদের স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

চোরবাগানে শিল্পীকে পুলিশি তলব শনিবার থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করবে সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোরবাগান কাণ্ডের তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর প্রথম বৈঠক হল সোমবার। মহাকরণে প্রায় ঘটনা দুয়েকের বৈঠকের পর সিট-এর প্রধান তথা কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী জানান, আগামী ৩১ অক্টোবর (শনিবার) থেকে তারা তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন।

সোমবারের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল চোরবাগান পূজো কমিটির কয়েক জন কর্তাকে। ছিলেন কলকাতা পুলিশের বেশ কয়েক জন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকও। সূত্রের দাবি, বৈঠকে কী কারণে দুর্ঘটনা, দর্শনাধীনের মণ্ডপে ঢোকার জায়গা, কতটা প্রশস্ত ছিল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যদিকে, চোরবাগান সর্বজনীনীর দুর্গাপূজো মণ্ডপ ভেঙে ১৯ জনের পদপিষ্ট হয়ে করুণ মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। বিপর্যয়ের কারণ ও মণ্ডপের নকশাপাত জট্র খতিয়ে দেখতে পূজোর থিমশিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে লালবাজারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালবাজার

সূত্রের খবর, বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট-এর মুখোমুখি হতে শিল্পীকে আগামী বুধবারের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ও জন প্রত্যক্ষদর্শীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, থিমশিল্পী সুশান্ত শিবানী পালের কাছে তদন্তকারীরা জানতে চান, ঠিক কোন নকশা ও পরিকল্পনা মেনে মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে। মণ্ডপটির ধারণক্ষমতা এবং সুরক্ষাজনিত বিধিনিয়মে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, কিবা নির্মাণে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, এসব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর চায় সিট।

এদিকে, মর্মান্তিক এই ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন থিমশিল্পী সুশান্ত পাল। নিজের সৃষ্টি দেখতে এসেই এভাবে বহু মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে, এই অনুশোচনায় তিনি কার্যত বাকরুদ্ধ। দুর্ঘটনাস্থলে থাকা তিন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান রেকর্ড করে ঘটনার মুহূর্তের প্রতিটা মিনিটের পৃথানুপৃথ তথ্য মেলাতে চাইছেন লালবাজারের কর্তারা।

২৪ ঘণ্টায় রিপোর্টের নির্দেশ তদন্ত কমিটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ্মীপুজোয় মর্মান্তিক ঘটনা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হওয়া ১১ বছরের এক নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল পুলিশ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে পৌঁছবে। ১৬টি অত্যধুনিক এলএইচবি কোচ সমৃদ্ধ এই ট্রেনে স্লিপার এবং থ্রি-এসি ও এসি ইকোনমি কামরার সুবিধা থাকবে।

করা হয়েছে। ওই কমিটিতে রয়েছেন শিশুরোগ বিভাগের অধ্যাপক রাকেশ মণ্ডল, কার্ডিওলজির চিকিৎসক ইমরান আহমেদ এবং মেডিসিনের চিকিৎসক সঞ্জয় মণ্ডল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রবিবার সকালে আন্দুলের বাসিন্দা ১১ বছরের পনকে নিয়ে আসা হয় কলকাতা মেডিক্যাল। পেটে ব্যথা নিয়ে সন্ধ্যা ১০টা নাগাদ তাকে ভর্তি করানো হয় মেডিক্যালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাউসে। কিন্তু পরিবারের দাবি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় তার। ভুল চিকিৎসার জেরে ওই

দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোরবাগান সর্বজনীনীর মর্মান্তিক পদপিষ্ট-কাণ্ডে কোনও যড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী নন বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করেছেন, ঘটনার জন্য যাদের গাফিলতি বা ভূমিকা থাকবে, তাঁদের কাউকেই আড়াল করবে না সরকার। বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সব দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দায় নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যড়যন্ত্রের তত্ত্ব আনব না। যাদের ভুলে এই ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন, তার মূল্যায়ন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি করবেন। ওই ঘটনার জন্য দায়ী কাউকে আড়াল করবে না সরকার।’

রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতা মেডিক্যাল চত্বর। মারমুখী হয়ে ওঠেন মৃত নাবালকের পরিজনরা। সেই ঘটনা তদন্তের জন্য চার

মেডিক্যালে নাবালক মৃত্যু

সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিশুরোগ বিভাগের অধ্যাপক রাকেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে ওই কমিটিতে রয়েছেন শিশুশল্য বিভাগের প্রধান সুজয় মৈত্র, কার্ডিয়োলজির চিকিৎসক ইমরান আহমেদ এবং মেডিসিনের চিকিৎসক সঞ্জয় মণ্ডল। যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে কমিটিকে।

‘ধর্ম যার যার, ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্ব তার তার’ বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ধর্ম যার যার, ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্বও তার তার’; বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে এই বার্তাই হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মিলনমেলায় রাজ্য সরকারের আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এবারের দুর্গাপূজোয় পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। অতীতের মতো কোথাও নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রশাসনিক বাধার অভিযোগে ওঠেনি বলেও দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘ধর্ম’ যার যার, উৎসব সবার; এই কথার পাশাপাশি ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের। এ বার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই বার্তাই উপলব্ধি করেছেন। এটাই নতুন পশ্চিমবঙ্গ।’ তার দাবি, অতীতে বিভিন্ন এলাকায় নিরঞ্জন শোভাযাত্রার রুট ও সময় নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ থাকলেও এবার সেই পরিস্থিতি দেখা যায়নি।

বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবারের দুর্গাপূজোর

বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, রাজ্যে প্রায় ৬৬ হাজার দুর্গাপূজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত পূজো কমিটির সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৪৩২টি। প্রত্যেক কমিটিকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ মাশুল, লাইসেন্স ফি এবং দমকলের ফি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, দুর্গাপূজোকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে বিশেষ প্রচার অভিযান চালানো হয়। যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশে প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ও কোটিরও বেশি ভিউ হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি দীনা, শিলিগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর ও মেদিনীপুরেও বিশেষ আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে বক্তৃতার বড় অংশ জুড়েই ছিল উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনীর পদপিষ্ট-কাণ্ডের প্রসঙ্গ।

বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবারের দুর্গাপূজোর

ঘটনা আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে।’ দুর্ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যু ও ২৫ জন আহত হওয়ার ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ও পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আহতদের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টের পরামর্শে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, তিন মাসের মধ্যে সিট রিপোর্ট দেবে। সেই রিপোর্টে যে সুপারিশ থাকবে, তা প্রকাশ্যে আনা হবে এবং ২০২৭ সালের দুর্গাপূজোর আগে সমস্ত পূজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘যাদের ভুলে এই ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের কাউকেই আড়াল করা হবে না।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও

বলেন, সামনে কালীপূজো, দীপাবলি, ছট, জগদ্ধাত্রী ও কার্তিক পূজোর মতো বড় উৎসব রয়েছে। সেই সব উৎসবে যাতে কোনও অশ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন ও পূজো উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

বিজয়া সন্মিলনীর মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী আগামী কয়েক মাসের একাধিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন। তার দাবি, আন্তর্জাতিক মানের গঙ্গাসাগর মেলা, প্রবাসী ভারতীয় সন্মেলন এবং ইন্ডিয়া এনার্জি উইকেল মতো বড় অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বক্তৃতার শেষে চোরবাগান দুর্ঘটনায় মৃত ১৯ জনের আত্মার শান্তি কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার ভবিষ্যতেও থাকবে। একই সঙ্গে তিনি উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সুপ্রিমে বুলল প্রতীকের তৃণ-ভাগ্য

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: সামনেই কলকাতা, হাওড়-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভার হাইডোস্টেজ নির্বাচন। তার ঠিক আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের মূল নাম এবং ঐতিহ্যবাহী ‘ঘাসের ওপর জোড়ফুল’ প্রতীক কার দখলে থাকবে, সেই সংক্রান্ত আইনি লড়াইতে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার মামলার নির্ধারিত সময়সীমা বা ‘ডেডলাইন’ থাকলেও চূড়ান্ত হলফনামা ও নথিপত্র জমা দিতে বার্নি হাল গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ স্বতন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের শিবির। ফলে শীর্ষ আদালত স্বতন্ত্রতাদের নতুন করে নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য আরও ১০ দিনের সময় মঞ্জুর করেছে। সেই নথি খতিয়ে দেখে পালাটা হলফনামা পেশের জন্য মমতার কালীঘাট শিবিরকেও দেওয়া হয়েছে পরবর্তী ১০ দিন। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মূল প্রতীক ভাগ্যের নিষ্পত্তি করতে সুপ্রিম কোর্ট আরও ২০ দিনের মেয়াদ বাড়াল।

আদালতের পূর্ব নির্দেশ মেনে সোমবার ছিল উভয় পক্ষের নথি পেশের শেষ দিন। নির্ধারিত সময়েই কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধিরা দিল্লির শীর্ষ আদালতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প পেপার জোগাড় করা দেন। কিন্তু আইনি জটিলতায় পিছিয়ে পড়ে স্বতন্ত্র শিবির। এদিন আদালতে শুভানি চলাকালীন স্বতন্ত্র বন্দোপাধ্যায়ের পক্ষের আইনি যুদ্ধ চলাকালীনই হরিয়ানার জাতীয় সড়কে ঘটে যাওয়া এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে চরম চাঞ্চল্য ছড়ায়। সুপ্রিম কোর্টে নথি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কালীঘাট শিবিরের বিরুদ্ধে সরাসরি ‘নথি ছিনতাই’-এর বিক্ষোভ অভিযোগ তোলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা তথা গণতান্ত্রিক তৃণমূলের শীর্ষ নেতা স্বতন্ত্র বন্দোপাধ্যায়। আর এমন একাধিক পোস্ট করেন নিজের এক্স হ্যান্ডলেও।

কুকথার প্রতিবাদে মিছিল, কুশপুতুল পুড়ল খাড়গের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবারকে জড়িয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতার রাজনীতি। সোমবার এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং খাড়গের নিশর্ত ক্রমার দাবিতে মহানগরের বুকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিন সেন্ট্রাল অ্যান্ডিনিউ ও ধর্মতলা চত্বরে কংগ্রেস সভাপতির কুশপুতুল দাহ করে তীব্র দ্বন্দ্ব উগরে দেন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকেরা।

সম্প্রতি বিহারে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রাজনৈতিক শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে ওঠে মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে। এক দশকের কথার পিঠে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত পিতাকে

টেনে এনে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করেন তিনি। এই ঘটনার পরেই দেশজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়, যার আঁচ এসে পড়ল কলকাতাতেও। এদিন এঙ্গল্যানেড এলাকার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে থেকে বিজেপির এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ, খাড়গের এই বয়ান আসলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদার ওপর সরাসরি আঘাত। এই বিরুদ্ধে কর্মসূচির সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, ‘এই ধরণের মন্তব্য দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ভাবাবেগকে চরম আঘাত

করেছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, এত বড় একটা ঘটনার পরেও খাড়গে বাবু বা কংগ্রেসের অন্য কোণও শীর্ষনেতা ন্যূনতম অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। আসলে মোদীজির নেতৃত্বে তারতের যে জয়যাত্রা চলছে, তা দেখে বিরোধীরা চরম হতাশায় ভুগছেন। আর এই হতাশাই হঠাৎ করে সারি রুচি ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ্যে এনে ফেলছে।’

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসকে নজিরবিহীন ভাষায় বিধেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। মহাশ্য়া গান্ধি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মণীষীদের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বর্তমান কংগ্রেসের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

অন্ধ্রে আছড়াবে কাল, আজ থেকেই ‘অর্ণবের’ প্রভাব বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ আরও ঘনীভূত হয়ে সোমবার ভোররাত্রে রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এ, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তর এও জানিয়েছে, সমুদ্র থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এটি ক্রমেই ‘অতি তীব্র’ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। আগামী বুধবার দুপুরের মধ্যে শক্তি প্রদর্শন করে অর্ণব আছড়ে পড়তে পারে অল্পপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায়। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রে প্রবল বৃষ্টিপাতও শুরু হয়ে গিয়েছে। অল্পপ্রদেশে সরাসরি আঘাত হানলেও, এর বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার আগাম সতর্কতা।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুদূরে তা আছড়ে পড়লেও তার প্রভাবে দূর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী এলাকা এবং

সুন্দরবনে। ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে। তার সঙ্গে দোঙ্গার পূর্ণিমার ভয়া কটল। ফলে নদী ও সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার পাশাপাশি জলোচ্ছ্বসের সজাবনাও রয়েছে। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন। মাইকিং চলছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায়, নামখানায়, মৌসুমি ঘাঁপে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামখানা-সহ জেলার বিভিন্ন উপকূলবর্তী থানার পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে মাইকিং। নদী ও সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে।

এদিকে আবহাওয়াবিদদের মতে, মঙ্গলবার থেকেই বঙ্গোপসাগর উত্তাল রূপ ধারণ করবে। ঢেউয়ের উচ্চতা চরম মাত্রা ছুঁতে পারে। সেই কারণেই মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার কথা ভেবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সমুদ্রে

যাওয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতায় মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টির আবহ তৈরি হবে। বৃধ ও বৃহস্পতিবারের জন্য তিলোত্তমায় জারি করা হয়েছে ‘হলুদ সতর্কতা’। এই দুদিন শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শুক্রবারও দু’-এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আগামী দিন তিনেক তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের না হলেও, দুর্যোগ কটির পর উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে পায়দ ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপট বাড়বে। আলিপুরদুয়ার, কালিঙ্গং, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে।

মোদী-আদানির বিতর্কিত ভিডিও সম্প্রচার ও প্রচারে নিষেধাজ্ঞা কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে
শিল্পমন্ত্রী গৌতম আদানীর সম্পর্ক
জুড়ে তৈরি এক বিতর্কিত ভিডিও
সমস্যাখার ও প্রচারে সাময়িক
নিষেধাধার জরি করল কলকাতা
হাইকোর্ট। সোমবার আদানি
শিল্পগোষ্ঠীর দায়ের করা মানহানির
মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেয়
বিচারপতি আনকি ভে। বিতর্কিত
ওই ভিডিওটি অবিলম্বে বন্ধ করার
পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউটিউবারকে
বহুফন্যমা দিয়ে নিজেসর অবস্থান
সম্প্রস্ট করার নির্দেশ দেয় আদালত।
আদানি গোষ্ঠীর অভিযোগ,
আদানি প্রতি এক ইউটিউবার গৌতম
আদানি ও প্রধানমন্ত্রীর
নরেন্দ্র

মোদাকে নিয়ে একটি ভিডিও বসিয়ে নেটমাধ্যমে প্রকাশ করেন।
তাই ভিডিওটোতে প্রধানমন্ত্রী ও
আদানির সম্পর্কে কেন্দ্র করে
বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয়, যা তাঁদের
প্রতিষ্ঠানের মোটেই কামা নয়।
একদমৎ ওজরাতের মুন্ডায় জমি
বাবদ এবং কালো লিমাষের মতো
স্পর্শকাতর বিষয়ে আদানি
শিল্পগোষ্ঠী কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের
থেকে কোনও বিশেষ সুবিধা
পেয়েছে, তা নিয়ে বিবেচিত দাবি
করা হয়।

সোমবার আদান গোষ্ঠী
হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দাবি করে,
ভিডিওটিতে পরিবেশিত তথ্য এবং
সরকারি নীতি সংক্রান্ত নানা বক্তব্য



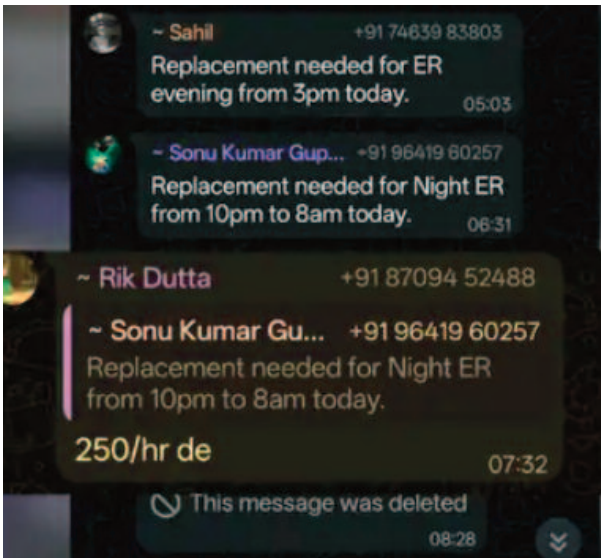
সরাসরি সংস্থার বিপুল ব্যবসায়িক
সুনাম ও ভাবমূর্তিকে আঘাত

করছে। এর পরেই এই ধরনের
বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তুর সম্প্রচার

অবিলম্বে স্থগিত রাখার আজ্ঞা
দিলেন। পাশাপাশি ৫০ কোটি
টাকার মানানশির মামলা ঠুকে
দেওয়া হয় আদালি গোষ্ঠীর তরফে।
সোমবারই শুভানির পর
আদালি শিল্পগোষ্ঠীর অর্জিত সাড়া
দিয়ে বিচারপতি আরক দত্ত নির্দেশ
দেন, বিতর্কিত ডিভিওটি আপাতত
আর কোথাও দেখানো বা প্রচার করা
যাবে না। পাশাপাশি, মানানশির
পূর্বসূরী শুভানির স্বার্থে অভিযুক্ত
ডিভিউটারকে হলফনামা পেশ করে
তার পক্ষে ব্যয়ান জমা দিতে বলেছে
হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ওই
হলফনামা জমা পড়ার পর তার
জবাবে আদালি গোষ্ঠীও তাদের
উত্তর দিতে পারবে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:

কেনাকাতার নীলরতন সরকার (মনোয়ারএস) মেডিক্যাল কলেজেও হাসপাতালে ইন্টার্নদের ডিউর 'কেনোবা'র এক চাক্ষুসীরাই অভিযোগ সামনে উঠে আসে। অভিযোগ, হাসপাতালোরই ইন্টার্নদের একটি দিউ অংশ নিজেদের ডিউটি ফাঁকি দিতে টাকার বিময়েরে অন্য সঙ্গকর্মীদের থেকে কাজ করাচ্ছেন। আরও এই পুরো লেহনদেনের রদদামও রকাসুৎ হচ্ছে হাসপাতালোর স্থিতি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। সম্ভ্রতি এইই সম্ভ্রতি সক্রান্ত বেশ কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে ব্রিটশ প্রহাসি প্রহাসিও আসতেই হাসপাতালও স্বাস্থ্য মহলে তুলন



সাকটে ফেলেছে বলে মনে করছে।
 স্বাস্থ্য দপ্তর ও চিকিৎসক মেল। এই
 ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের
 পেশাগত দায়িত্ববোঝা
 বাসপাতাল থেকে নারদার কবর
 বাসপা নিয়ে বসুদত্ত প্রশ্ন উঠে গেছে
 সোমবার এই গুরুতর দুর্নীতির
 অভিযোগ প্রসঙ্গে তীব্র অসন্তোষ
 প্রকাশ করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী
 শারদত মুখোপাধ্যায়। পুরে
 বিষাক্তকে কড়া পদক্ষেপে খার্যার
 হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, যদি ঘটনা
 দিয়ে ডিউটি ব্রিক্রি বা বদলে যঠা
 অনেক বাসপা কোনোভাবে
 চলতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও
 জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের নিরক্ষর

তাদের সূত্র ধরেই এই চক্রটি
প্রকাস্য এসেছে বর্তমানে সংকল্পিত
হোয়াস্টায়া প্রপণগুলির ওপর ক
নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং সেই
সমত্ব প্রণেয় আডমিনের
ইতিবাধেই সর্বক বলেছে। পুরো
বিষয়টি তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ
করছেন বলেও এনি স্পষ্ট করেন
স্বাস্থ্যমন্ত্রী। যদিও হাসপাতাল সুইচ
খবর, ঠিক কতজন ইন্টার
আফিক লেনোভো ও ডিউটি বদলে
সন্ত জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়
এই বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত শেষ
হলেই দোষীকে চিহ্নিত করে কড়া
বাস্তব নেওয়া হবে বলেই স্বাস্থ্য
দপ্তর সূত্র খবর।

কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্য ঘিরে ক্ষোভ

মাল্লিকার্জুন খাড়গেকে কড়া
ভাষায় বিঁধলেন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াস
পিতাকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি
মন্তব্যকার্জুন খাড়গের করা মন্তব্যের
তীব্র সমালোচনা কলেমে বিজেপির
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শমীক
ভট্টাচার্য। সোমবার কলকাতায়
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি
খাড়গের এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক
শালীনতার চরম লঙ্ঘন বলেই তেপা
দাণে।



কংগ্রেস-সহ খাড়গেদের সেই
ইতিহাস মনে রাখা উচিত বলেও
তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও
কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক
অবস্থান ও পরাজয়ের প্রসঙ্গ টেনে
বেজিপি রাজ্য সভাপতি প্রশ
ভোজেন, বারবার পরাজয় দেখতে
থেকে হতাশা থেকে কি মানসিক
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন? এমন
কি কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন? একই
সঙ্গে দলটির বর্তমান পতন নিয়ে
ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন।

মহাত্মা গান্ধি ও সর্দার বল্লভভাই
প্যাটেলের ঐতিহ্যের কংগ্রেস আজ
কুণ্ডলং? এদিন তিনি বিরেণীসে
সুখ ও গঠনকর্ম রাজনীতির
আস্থান জানিয়ে শ্রমীক ভট্টাচার্য
স্পষ্ট ভাষায় জানান, মোদীজির
কাজের সমালোচনা করুন, কিন্তু তাঁর
পরিবারকে অসম্মান করে নয়। মর্মে
রাখবেন, গণতন্ত্রে শেষ কথা কোনও
পলিটিক্যাল লিডার বা রাজনৈতিক
নেতা বলেন না, শেষ কথা বলেন
দেশের জনগণ।

পূরভোট পিছনোর দাবিতে
একজোট তৃণমূল-সিপিএম-
কংগ্রেস, কমিশনে যৌথ চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:
এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারদের
নাম ফেরানোর প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায়
পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের
পুরভোটা পিছিয়ে দেওয়া
নিজস্ব প্রতিবেদন দাবি তুলল একযোগে
বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল রাজ্য
রাজনীতি ইতিহাসে নজিরবিহীন ও
বহু বিঘটন সাক্ষী এই দাবি সর্বস্বল
চিঠিতে একসঙ্গে সরব হল তৃণমূল
সিপিএম, কংগ্রেস এবং কয়েকটি
কামিশন সংগঠন। রাজ্য
বিশ্বনাথের কাছে দেওয়া যৌথ চিঠিতে
বলা হয়েছে, ভোটার তালিকার
অনিশ্চয়তা দূর না করে নির্বাচন হলে
বয়স ঠিক ভোটার ভোটিং
প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত
পারেন। এই চিঠিতেই কংগ্রেস
তৃণমূল শাখা সৌভাগ্য রাখে
সিপিএমের সাক্ষী লাঠি এবং প্রদেশ
কংগ্রেস সভাপতি শুভদ্রা সরকার
বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা
রাজনৈতিকভাবে সম্পন্ন
ভিত্তি দলে এই সম্মতি
আলাদা তাৎপর্য দিচ্ছে বলেই মনে

বহুকে রাজনৈতিক বিরোধীদের। যদিও
একসঙ্গে আবেদনকারীদের যুক্তি
২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের
আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ
ভোটারের নাম তালিকা থেকে
হেঁচকে। সেই বাঘাওয়া নাম নিয়ে
এখনও বিভিন্ন মানুষের আবেদন
বিচারধীন অবস্থাতেই আছে। ফলে
পুরোভাটের আগে এই সংশোধন
নিয়মে প্রক্রিয়া শেষ না হলে ভোটে
বৈধতাও প্রতিনিষিদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে
এসআইআর তারি বিবেচনা করে
এসআইআর আলা ট্রিবিয়ালে জমা
থাকা আবেদনের কথা তুলে
ধরবে এই চিঠিতে। কলকাতায় প্রায়
১.২ লক্ষ এবং বাগুয়া প্রায় ৩৯
হাজার আবেদন এখনও নিষ্পত্তি
অপেক্ষায় বৈধ দাবি বিরোধীদের
তাদের বক্তব্য, এই আবেদনগুলির
নিষ্পত্তির আগেই নির্বাচন হলে সংশ্লিষ্ট
আবেদনকারীদের অনেকেরই ভোটে
দিতে পারবেন না। তাঁদের দাবি
একদম ভোটার তালিকা থেকে নাম
বাঘাওয়া পড়ে ফেলার
সুযোগ না পাওয়া কার্তি দ্বিতীয়ের

ভোটাধিকার হারানোর পরিস্থিতি তৈরির
কারণে। এই কারণেই নির্বাচন
কমিশনের বিশেষ সংকল্প সংশ্লিষ্ট
বা এসএসআর-এর সঙ্গে তাকিয়েও
আছে বিরোধী দলগুলি। যদিও
কমিশনের নির্বাচিত সূচি অনুযায়ী
সম্পোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
প্রকাশের কথা ২০২৭ সালের ৪
জুলায়। যৌথ আবেদন বলা
হয়েছে, ভোটারের যোগ্য কোটা
পুরসভায় ভেটি না করানো হোক
একই সঙ্গে কমিশনের কাছে আবেদন
করুক দাবি এই চিঠির মাধ্যমে তুলে
ধরা হয়, এসআরআর নিয়ে
ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা ভোটারদের
মাঝে যারো নাম পুরসভালের যোগ্য
নামে বিভাজিত হবে, তাদের সংশ্লিষ্ট
পুরসভার ভোটার তালিকা অস্বস্তি
করতে কমিশন তার অধীনগত ক্ষমতা
প্রয়োগ করুক। পাশাপাশি পুরসভার
পিছনের দাবি সামনে রেখে ভোটার
এই যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এখন ভোটার
তালিকা ও নির্বাচনের সময়সূচি, ই-
প্রভি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে
চলে এল।

সমাজমাধ্যমে কুরচিকর পোস্ট ও ভুয়ো
তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিদ্বন্দেব, কলকাতা:
সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য, ভূমিগুণ্ডা এবং কট্টপুত্র জেলের সাহাবার অপরাধের অভিযোগে দুই পুরুষ ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা পুশি। সোমবার নাগেরবাজার থানা এলাকার এক যুবককে গ্রেপ্তার পাশাপাশি এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থেকেও এক কনটেই ক্রিয়েটারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার নাগেরবাজার থানা এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম আকাশ সরকার। অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে লাগাতার করচিকর ও অশালীন মন্তব্য পোস্ট

করতেন এই যুবক। শুধু তাঁই নয়, বরং বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধেও সুপ্রসিদ্ধিভাবে ভুয়ে তথ্য ও অপপ্রচার ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এঁরাই বিষয়ে নাগেরবাজার থানায় সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ দাখিল হয়েছার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলতেই সোমবারই সাক্ষরকারকে প্রেছার করা হয়। খুতকে নিজেদের হোপাজতে নিয়ে এই অপচারেরে নের্পোষা আন কোনো বড় চক্র বা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সোমবারই তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

অন্যদিকে, ঠিক একই ধরনের
অভিযোগে এর আগে পশ্চিম
মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থেকেও
অপর এক যুবককে গ্রেপ্তার করে

পুলিশ। ধৃত সুরজিৎ শী পোশায় একজন কনস্টেবল ক্রিয়েটররা এই উদ্ভিটবিদ্যার। তাঁর নিজস্ব 'কোর বাংলা জনকর্ষ' নামের একটি ফেব্রুয়ারি মেজ ও উদ্ভিটবিদ্যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই মেজ থেকে তিনি দেশেবাসী ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করার পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ব্যঙ্গাশ্রয়ী ও অপমানিতকর ভিডিও পোস্ট করা হচ্ছে। স্থানীয় কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই বিষয়ে দাঁত খানায় জেরালো অভিযোগের দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শনিবার রাতে পুলিশ সুরজিৎ শীকে গ্রেপ্তার করে। গত রবিবার তাঁকে দাঁতন আদালতে নিয়ে তোলা হয় বিচারক আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল পোজগেজে নির্দেশ দেন।



সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিজয়া সন্মিলনীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ও মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় অরেঞ্জ লাইন,
ট্রায়াল শেষ হলেই প্রধানমন্ত্রীকে
অনুরোধ জানাব, ঘোষণা রেলমন্ত্রীর

নেজরু প্রভিন্দেমন, কলকাতা:
কলকাতা মেট্রোর পেরি সুভাষ, জয়
হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের
বেলেঘাটা, আইটি সেন্টার অংশে
প্রথম ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন
হয়েছে। এই রুটের মেট্রো পরিষেবা
চালু করা নিয়ে সোমবার এক বড়
ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী
অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি সোমবার স্পষ্ট
জানালেন, এই রুটে মেট্রো কলকাতা
চালানো শেষ হওয়া মাত্রই তিনি
সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে
এই চালুর আর্জি পেশ করবেন।
কলকাতা মেট্রো রেলের এই
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নিয়ে বলতে গিয়ে
এদিন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
বললেন, যেই এর ট্রায়াল শেষ হবে,
প্রধানমন্ত্রীর বলব এর যাবে
উদ্দেশ্যে করেন। কলকাতার
নাগরিকদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এই
মেট্রো করিডরটি চালু করার জন্য
কেন্দ্র যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাঁর এই
মন্তব্যে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।



এই উদ্বোধনী ঘোষণার পাশাপাশি এক হালকা ও মস্তিষ্ক রাজনৈতিক সজীকৃত করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। সোমবার সাঁতরাগাছিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্তর্গত মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভদ্রা অধিকারীর দিকে তাকিয়ে ভার্য়াল বক্তৃতার মধ্যেই চণ্ডা হাসিতে আশ্রিতা স্বেচছ বলেম, সেই সময় এসে এখানকার সন্দেহ থাব। রেলমন্ত্রীর এই কৌতুপূর্ণ বক্তব্য হাসানমন্ত্লে উপস্থিত সন্দেহের মুখে হাশি ফুটিয়ে তাগেলে এবং রাজনৈতিক গাভীর্থে মধ্যে এক টুকরো হালকা পরিবেশ তৈরি করেন। মেট্রো রেল সুরের খবর, আরাভিএনএল-এর

বেশেজন্মদের সবারই সহযোগিতায়
বল্লেখ্যচাক থেকে আইটি সেন্টার
স্বদেশীকরণ সেক্টর ফলিত অর্পের
এই ট্রায়াল রান সফল করা সম্ভব
হয়েছে। এর পাশাপাশি এই রুটে
অত্যাধুনিক 'কমিউনিকেশন বেসড
কনস্ট্রাক্ট' সিগন্যালিং ব্যবহার
পরীক্ষামূলক কাজ একইভাবে শুরু
করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন
টিংডিওয়াটা ক্রসিং' সংলগ্ন একাডেমি
জমি সংক্রান্ত জট আটকে থাকলেও,
রাজার নতুন রাজ্য সরকার এই
সমস্যা রূপে সমাধান করার পর
মুদ্রাকালীন তৎপরতায় ভায়াডাক্ট এবং
বাল্কাইস্টেল ট্র্যাকের নির্মাণ কাজ
সম্পন্ন করে মেট্রো রেল। ইতিমধ্যেই
এই ট্র্যাকে প্রথম পুশ ট্রলি পরিদর্শন
সফল হয়েছে। সবকিছু চট্টাঠাক
চললে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে
শেষ সপ্তাহের মধ্যেই এই কবি সুখ
বেগে আইটি সেন্টার রুটে সবার
বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে
যাবে বলেই মেট্রো সুত্রে খবর।



বউবাজার অঞ্চলের সিনহা পরিবারের লক্ষ্মীপ্রতিমা। ছবি: অদिति সাহা

ছেলের লাশের ওপর পা রেখে
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে
চাই না: চন্দ্রমণি শুক্লা



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:
২০২০ সালের ৪ অক্টোবর টিটাগড়া
খানার অধুরে দুর্ভাগ্যবশত গুলিতে মৃত
হন দাপুটে বিজেপি নেতা মণীশ
গুপ্তা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায়
আসার পর নতুন করে অভিযোগের
ভিত্তিতে মণীশ হত্যা কাণ্ডের সমস্ত
শুরু হয়েছে। যদিও মণীশ হত্যার
ঘটনা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক
বিবর্তকের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার
সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সেই বিতর্কে
জল ঢাললেন মণীশের বাবা ডঃ
চন্দ্রমণি গুপ্তা। এদিন ব্যারাকপুর-৩
মহল সাপাতি সন্ধ্যায় সিং এবং
বিজেপি নেতা রাজেন সিং-কে
পাশে পাশেই চন্দ্রমণি গুপ্তা
সোজাসামিটা জানান, ছেলের
লাশের ওপর পা রেখে তিনি
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চান
নাম। তিনি বলেন, রাজনীতিতে
ব্যারাকপুরের বৃক প্রতীকটি হতে
গেলে মণীশের নাম ব্যবহার
করতেই হবে। মণীশের নাম ছাড়া
কেউ প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না। তাঁর
দাবি, মণীশ হত্যা মামলা নিয়ে পূর্বা
রাজনৈতিক যড়যন্ত্র চলছে। মণীশের
নাম ব্যবহার করে কেউ কেউ
হারানো জমি ফিরে পেতে চাইছে।
প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের বিজেপি
করেছেন, মণীশ খুনে অভিযুক্ত নুই
প্রাক্তন প্রত্নতাত্ত্বিক বিজেপিতে
টোকোনার রুগ্ম চলছে। বিধায়কের
সেই দাবি ন্যায় করে মণীশের পিতা

হুমায়ুন শুক্লা বলেন, দলের রাজা সত্যজিৎ শর্মীক ভট্টাচার্য আর্গেই ভাঙিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপ্রধান কিংবা কাউন্সিলর কাউকেই দুদলে নেওয়া যাবে না। সুতরাং ওই দুজনের যোগাবলেন কোনও প্রকল্পই নয়। ব্যারকপুরের বিধায়ককেও পক্ষান্তরে এদিন নিশানা করেছেন মণীশ সেনে বাবা। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, তৃণমূল জানায় ওনাকে মণীশ হত্যা মামলা লড়ার কথা বলেছিলো। কিন্তু উনি প্রাণের ভয়ে মামলা লড়তে চাননি। আইনজীবী না মেলায় খৃত চান। অভিযুক্ত জামিন পেয়ে গিয়েছিল। বিজয়পুরি ব্যারকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিন্ সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ২০২১ সালে বর্তমান বিধায়ককে মার খেতে হয়নি কিংবা ওনাকে বাড়ি ছাড়া হতে হয়নি। কিন্তু তাঁকে পাঁচ বছর অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের গাড়ি চালক রুন্না পাল কার ঘনিষ্ঠ এবং উনি এখন কার সঙ্গে আছেন, এদিন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। মডেল সভাপতি সন্তোষ সিন্ তাঁর কথায়, মণীশ খুনে যারা অভিযুক্ত। তাদের কেউ সরাসরি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আবার কেউ সরাসরি যুক্ত হন। কেউ আবার যড়যন্ত্রকারী। সুতরাং সবটাই বিধায়ককে জানা দরকার।

৪ একদিন

সম্পাদকীয়

জেরেমির গবেষণা কি অ্যালকোহল পান নিয়ে প্রচলিত ধারণা ভাঙতে পারবে?

মদ বা অ্যালকোহল পানে নাকি শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। এটা একটা প্রচলিত ধারণা। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো জায়গায় এমন অনেক ভিডিয়ো বা মতামত দেখা যায়, যেখানে দাবি করা হয়, পরিমিত মদ্যপানে শরীরের নাকি কোনও ক্ষতি হয় না, লিভারেও কোনও প্রভাব পড়ে না। অনেক বিশেষজ্ঞ তো আবার এমনও দাবি করেন, অ্যালকোহলের ধরন বিশেষে লিভারের ক্ষতি পৃথক হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই জাতীয় ধারণাগুলি ঠিক কতটা ঠিক অথবা কতটা ভুল? এতদিনে এসে অ্যালকোহল পান নিয়ে এই জাতীয় সমস্ত মিথ ভেঙে দিয়েছে এক গবেষণা। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া়র এক শল্য চিকিৎসক জেরেমি লন্ডন তাঁর গবেষণায় দাবি করেছেন, অ্যালকোহল পান নিয়ে এই সব প্রচলিত ধারণাগুলির কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই, সবটাই কাল্পনিক। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অ্যালকোহল মাত্রই সেটা শরীরের জন্য বড়সড় ক্ষতি। বিয়ার, ওয়াইন কিংবা অন্য যে কোনও ধরনের মদ, যে ধরনের অ্যালকোহলই পান করা হোক না কেন, তা শরীরের কোষের ক্ষতি করতে পারে এবং বেশ কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিয়োও এমনই দাবি করেছেন ওই চিকিৎসক। দীর্ঘদিন চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ডাঃ জেরেমি লন্ডন প্রশ্ন তুলেছেন, পরিমিত মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, দীর্ঘদিনের এই ধারণা কীভাবে ও কতটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? তাঁর যুক্তি ও ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়তেই এই নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। অনেক বিশেষজ্ঞই জেরেমির মতকে মানতে নারাজ, উল্টোদিকে তাঁর সমর্থকের সংখ্যাও কম নয়। সবমিলিয়ে বিতর্ক একেবারে তুঙ্গে। তবে তাঁর ব্যাখ্যা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। ফলে এই বিতর্ক চলতে থাকবে। মোটের ওপর এটুকু বলাই যায় অ্যালকোহল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এটা মোটামুটি সবার জানা। শীত প্রধান দেশে আবহাওয়াজনিত কারণে মদ্যপানের চল পুরনো। তবে ভারতের মতো দেশে যে হারে এই প্রবণতা বাড়ছে তা উদ্বেগের বিষয়। এখন এই জাতীয় প্রচারের ফলে সেই প্রবণতায় যদি কিছুটা ভর্তা পড়ে তাহলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

শব্দছক ২৯৫					রবি দাস
১	২	৩	৪		
৫	৬		৭		
৮		৯	১০		
		১১	১২		
	১৩		১৪		১৫
১৬		১৭		১৮	
১৯			২০		
		২১			

পাশাপাশি: ১. মায়ার পরিপূর্ণ ৫. সৃষ্টি ৭. বংশ ৮. কাজ ৯. পানার্ভতি পুকুর ১১. আকাঙ্ক্ষা ১২. সিঁড়ির মত থাক ১৩. মদ্য ১৪. কোকিল ১৬. বাধ্য নয় যে ছেলে ১৮. পারদ ১৯. মন্দ ২০. উদ্দান ২১. চানের জন্য জল

ওপর-নিচ: ১. কাচ ২. নিষেধ ৩. টিয়াজাতীয় কথা বলা পাখি ৪. কারুকার্যময় বস্ত্রখণ্ড যার চারপাশে কুঞ্চিত বাহার ৫. চামড়া ৭. সারমেয় ৯. তাস দাবা পাশা-র তৃতীয়াট ১০. বই ১১. আরাধনার যোগ্য ১৩. উপলক্ষ্য ১৪. যকৃৎ বা গ্রীহা ১৫. সুন্দর মুখবিশিষ্ট রমণী ১৬. নিরীহ ১৭. ছিন্নকরণ ১৮. তাবুল ২০. সময় বা দণ্ড

সমাধান ২৪৪ — **পাশাপাশি:** ১. গোলাপ ৩. চামচিকী ৪. ছত্রাক ৫. ভালোবাসা ৭. গতি ১০. কলা ১২. মরগুম ১৪. রক্তিম ১৫. বসবাস ১৬. গরম

ওপর-নিচ: ১. গোলাযোগ ২. পছন্দ ৩. চাকুভাঙা ৬. বাসক ৮. তিতির ৯. সোমরস ১১. লাভবান ১৩. গমন

আজকের দিন

■ **১৯১৯** — ব্রিটিশ ভারতে প্রথম দেশব্যাপী ‘খিলাফত দিবস’ পালিত হয়।

■ **১৯৪৭** — ভারত এবং পাকের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সংঘাতের সূচনা ঘটে। ভারত কাশ্মীরকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখানে সেনা মোতায়েন করে।

জন্মদিন

১৯০৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনুরাধা পড়োয়ালের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইরফান পাঠানের জন্মদিন।*

যতীন্দ্রনাথ দাস

সম্পাদকীয়

মেটোর হাত ধরে ভারতের বুকে লক্ষ লক্ষ কনটেন্ট ক্রিয়েটর, বদলে যাচ্ছে সৃজনশীলতা, জীবিকা ও ডিজিটাল অর্থনীতির মানচিত্র

বেবি চক্রবর্তী

একসময় নিজের প্রতিভাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হলে প্রয়োজন হতো টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম, চলচ্চিত্রের জগৎ কিংবা বড় কোনও প্রকাশনা সংস্থার সহায়তা। সাধারণ পরিবারের কোনও ছেলে বা মেয়ে নিজের গ্রামের গল্প, রামার কৌশল, গান, নাচ, অভিনয় কিংবা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃহত্তর সমাজে পরিচিত হয়ে উঠবে; এমন সুযোগ ছিল সীমিত। প্রতিভা থাকলেও সেই প্রতিভাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পথ ছিল কঠিন।

কিন্তু ডিজিটাল বিপ্লব সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে দিয়েছে। এখন একটি স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা থাকলেই একজন সাধারণ মানুষ নিজের বক্তব্য, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এই পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে মেটোর বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম;ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং তাদের ডিভিওভিত্তিক পরিষেবা রিলস।

ভারতের শহর থেকে গ্রাম, মহানগর থেকে ছোট মফস্ সল;সর্বত্রই তৈরি হয়েছে নতুন এক ডিজিটাল সংস্কৃতি। কেউ রামার ডিভিও বানাচ্ছেন, কেউ কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন, কেউ আঞ্চলিক ভাষায় হাস্যরস পরিবেশন করছেন, আবার কেউ নিজের শিল্পকর্ম কিংবা শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন।

এইভাবেই গড়ে উঠেছে ভারতের কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতি। মোটা এই পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করেছে। তবে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, সমস্ত ক্রিয়েটরকে মোটা নিজে সরাসরি তৈরি করেনি; বরং তাদের প্রতিভা প্রকাশ, দর্শক তৈরি এবং বাণিজ্যিক সুযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত ডিজিটাল পরিসর দিয়েছে।

১. লক্ষাধিক নয়, কয়েক মিলিয়ন ক্রিয়েটরের দেশ ভারত

ভারতে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের বিস্তার কতটা ব্যাপক হয়েছে, তা বোঝার জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বোর্স্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (স্কেম্ব) সমীক্ষার উল্লেখ করে বলা হয়, দেশে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ সক্রিয় ডিজিটাল ক্রিয়েটর রয়েছেন। এই ক্রিয়েটররা বছরে ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি ভোক্তা ব্যয়কে প্রভাবিত করেন বলে প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রভাব এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এখানে সক্রিয় ক্রিয়েটর বলতে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী বিষয়বস্তু তৈরি করেন এমন ব্যক্তিরদের বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক প্রতিবেদনে ফলোয়ার সংখ্যা ও গণনার পদ্ধতি অনুসারে ভারতের ক্রিয়েটর বা ইনফ্লুয়েন্সারের সংখ্যা ৪০ লক্ষেরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছে। ফলে এই সংখ্যাগুলিকে এক করে দেখা ঠিক নয়। সমীক্ষার সময়কাল, সংজ্ঞা এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসারে হিساب বদলে যায়।

এই পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট কনটেন্ট তৈরি এখন আর কেবল বিনোদনের শখ নয়। এটি বিজ্ঞাপন, বিপণন, ব্যবসা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনে মেটোর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফেসবুক দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বিভিন্ন কমিউনিটি তৈরির মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়। অন্যদিকে, ইনস্টাগ্রাম ছবি, ছোট ভিডিও, রিলস এবং ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ফলে একই ব্যক্তি নিজের প্রতিভা প্রদর্শন, দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ব্যবসায়িক পরিচিতি তৈরির জন্য একাধিক সুবিধা ব্যবহার করতে পারছেন।

২. রিলস সাধারণ মানুষকে পরিচিত মুখ করে তোলার নতুন মাধ্যম

মেটোর প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে ইনস্টাগ্রাম রিলস কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রসারে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ছোট দৈর্ঘ্যের ভিডিও সহজ দেখা, তৈরি এবং অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ রিলসকে জনপ্রিয় করেছে।

আগে কোনও শিল্পী বা অভিনয় প্রতিভাকে পরিচিত হতে হলে অভিশন, প্রযোজক কিংবা প্রতিষ্ঠিত বিনোদন মাধ্যমের দরজায় পৌঁছাতে হতো। এখন একজন তরুণ নিজের অভিনয়, নাচ, কৌতুক কিংবা সৃজনশীল উপস্থাপনার ভিডিও প্রকাশ করে সরাসরি দর্শকের প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত মেটোর একটি সমীক্ষা ভিত্তিক প্রতিবেদনে জানানো হয়, তাদের সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৯২ শতাংশ রিলসকে অন্য কয়েকটি সমীক্ষিত ফরম্যাটের তুলনায় পছন্দ করেছেন। একই প্রতিবেদনে বলা হয়, সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের তুলনায় রিলসে ক্রিয়েটরদের এনগেজমেন্ট প্রায় ৩৩ শতাংশে বেশি ছিল। এই তথ্য মেটোর উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষার ফল; একে সমগ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা উচিত নয়।

রিলসের সাফল্যের পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভিডিও তৈরি করতে পেশাদার ক্যামেরা বা বড় স্টুডিও অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মাধ্যমে অল্প সময়ে একটি বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। তৃতীয়ত, দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে নির্মাতারা নিজেদের উপস্থাপনা উন্নত করতে পারেন।

তবে ভাইরাল হওয়া আর দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য অর্জন এক বিষয় নয়। একটি ভিডিও কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছলেও পরবর্তী ভিডিওগুলিতে সেই সাড়া নাও মিলতে পারে। তাই রিলসের আসল গুরুত্ব কেবল ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনায় নয়, বরং নতুন প্রতিভাকে দৃশ্যমান করে তোলার সুযোগে।

৩. গ্রামের প্রতিভা থেকে জাতীয় পরিচিতি

মেটোর প্ল্যাটফর্মগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রভাবগুলির একটি হলো ভৌগোলিক দূরত্বের গুরুত্ব কমে যাওয়া। আগে বড় শহরের শিল্পী, প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তুলনামূলক বেশি ছিল। বর্তমানে ছোট শহর কিংবা গ্রামে একজন নির্মাতাও নিজের ভাষায় বিষয়বস্তু তৈরি করে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের কোনও গ্রামের তরুণ বাংলা ভাষায় হাস্যরসের ভিডিও বানাতে পারেন। উত্তর ভারতের কোনও কৃষক আধুনিক কৃষিপদ্ধতি দেখাতে পারেন। দক্ষিণ ভারতের কোনও শিল্পী নিজের আঞ্চলিক ভাষায় লোকসংগীত পরিবেশন করতে পারেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও নির্মাতা সেখানকার সংস্কৃতি, খ দ্যাভাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারেন।

এই বৈচিত্র্য ভারতের মতো বহুভাষিক ও বহুসংস্কৃতিক দেশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এখানে দর্শক শুধু হিন্দি বা ইংরেজি ভাষার বিষয়বস্তুতেই সীমাবদ্ধ না। বাংলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠি, ভোজপুরি, অসমিয়া এবং অন্যান্য ভাষায় তৈরি কনটেন্টও নিজস্ব দর্শকগোষ্ঠী তৈরি করতে পারে।

এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ডিজিটাল মাধ্যমে নতুন জীবন পায়। গ্রামীণ জীবন, লোকশিল্প, আঞ্চলিক খাবার, লোককথা ও স্থানীয় উৎসবের মতো বিষয় বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পায়।

তবে এই সুযোগ সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। ভালো ইন্টারনেট, উপযুক্ত যন্ত্র, ডিজিটাল দক্ষতা, সময় এবং আর্থিক সাামর্থ্যের পার্থক্য এখনও রয়েছে। তবু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি এমন এক প্রবেশদ্বার খুলেছে, যেখানে পরিচিতি পাওয়ার

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল



এখানে ব্যর্থতার কিছু নেই। এখানে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার তুলনায় প্রাইভেট হাসপাতালের পরিষেবা ভালো। ইগো, অহংকার দেখিয়ে, হাম কিসি সে কম নেহি বলে সরকারি হাসপাতালে আটকে রাখিনি।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ



জনা প্রতিষ্ঠিত শব্দরে পরিসরে উপস্থিত থাকা আর একমাত্র শর্ত নয়।

৪. বিনোদন থেকে জীবিকা তৈরি হচ্ছে নতুন পেশা

কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে কাজের ধারণাও। আগে সামাজিক মাধ্যমে ছবি বা ভিডিও পোস্ট করাকে অনেকে নিছক অবসর কাটানোর উপায় মনে করতেন। এখন অনেকেই এটিকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করছেন।

একজন সফল ক্রিয়েটর বিভিন্ন উপায়ে আয় করতে পারেন। যেমন, ব্র্যান্ডের সঙ্গে বিজ্ঞাপনমূলক সহযোগিতা, স্পন্সর করা পোস্ট, পণ্য বা পরিষেবার প্রচার, অ্যাফিলিয়েট বিপণন, নিজের পণ্য বিক্রি, অনলাইন কোর্স, অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ।

এখানে মেটোর প্ল্যাটফর্মগুলি দর্শক ও ব্যবসার মধ্যে যোগাযোগ তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ইনস্টাগ্রামে কোনও ফ্যাশন ক্রিয়েটর নিজের পোশাকের ধরন তুলে ধরতে পারেন। রামার ডিভিও নির্মাতা নিজের রেসিপির জনপ্রিয়তা কল্পে লাগিয়ে রামার ক্লাস শুরু করতে পারেন। শিক্ষামূলক কনটেন্ট নির্মাতা অনলাইন প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ দেওয়ার কাজ করতে পারেন।

এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানও তৈরি হয়। ভিডিও সম্পাদনা, ক্যামেরা পরিচালনা, গ্রাফিক ডিজাইন, চিত্রনাট্য লেখা, ডিজিটাল বিপণন, সামাজিক মাধ্যম পরিচালনা এবং ব্র্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের মতো কাজের চাহিদা বাড়ে।

একজন জনপ্রিয় ক্রিয়েটর যখন নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করেন, তখন অনেক সময় তাঁর সঙ্গে সম্পাদক, সহকারী, ফটোগ্রাফার কিংবা বিপণনকর্মীরাও যুক্ত হন। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ডিজিটাল উদ্যোগ ধীরে ধীরে ছোট ব্যবসায় পরিণত হতে পারে। তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি বাস্তব সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনুসারীর সংখ্যা বেশি হলেই যে আয় নিশ্চিত হবে, এমন নয়। আয় নির্ভর করে দর্শকের ক্রিয়াজ্ঞা, কনটেন্টের ধরন, ব্র্যান্ডের চাহিদা, চুক্তির শর্ত এবং আয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থার ওপর।

৫. ছোট ব্যবসার বড় বিজ্ঞাপনমঞ্চ

মেটোর প্ল্যাটফর্মগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ছোট ব্যবসার বিপণনে নতুন সুযোগ তৈরি করা। আগে বড় বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হতো। টেলিভিশন, সংবাদপত্র কিংবা বড় প্রচারমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসার পক্ষেই কঠিন ছিল।

সামাজিক মাধ্যম সেই ব্যবধান কিছুটা কমিয়েছে। এখন স্থানীয় পোশাকের দোকান, হস্তশিল্পের উদ্যোগ, বাড়িতে তৈরি খাবারের ব্যবসা, প্রসাধনী বিক্রেতা কিংবা ছোট রোস্তোরা নিজেদের পণ্য সম্পর্কে ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করতে পারে।

একই সঙ্গে তারা নিজেদের এলাকার বা নির্দিষ্ট আগ্রহের দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারে। উপযুক্ত ক্রিয়েটরদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে পণ্যের ব্যবহার, গুণমান এবং বিশেষত্ব আরও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

ধরা যাক, কলকাতার কোনও ছোট পোশাকের ব্যবসা বাংলা ভাষায় কনটেন্ট তৈরি করেন এমন একজন ক্রিয়েটরের সঙ্গে কাজ করল। সেই ভিডিওর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতারা পণ্যের ধরন সম্পর্কে জানতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন এবং ব্যবসারটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এভাবে সামাজিক মাধ্যম পরিচিতি থেকে বিক্রির পথ তৈরি করতে সাহায্য করে।

২০২৫ সালের মার্চে মোটা ভারতে ব্র্যান্ড ও ক্রিয়েটরদের মধ্যে সহযোগিতা সহজ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিপণন সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার কথা জানান। এ ধরনের উদ্যোগ দেখায় যে ক্রিয়েটর অর্থনীতি ক্রমশ সংগঠিত ব্যবসায়িক কাঠামোর দিকে এগোচ্ছে।

কনটেন্ট ক্রিয়েটর শুধু নিজে আয় করার সুযোগ পান না; তিনি ছোট ব্যবসার পণ্য ও পরিষেবাকে নতুন দর্শকের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারেন।

৬. নারী ক্রিয়েটরদের আত্মপ্রকাশ ও আর্থিক স্বাধীনতা

ভারতের কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। বহু নারী সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ, পেশাগত পরিচিতি তৈরি এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন।

রান্না, ফ্যাশন, রূপচর্চা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শিক্ষা, সাহিত্য, ভ্রমণ কিংবা প্রযুক্তি;বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের দর্শকগোষ্ঠী তৈরি করছেন। কেউ বাড়িতে বসে রান্নার ভিডিও বানাচ্ছেন, কেউ হাতে তৈরি গয়না বিক্রি করছেন, আবার কেউ কর্মজীবন, পড়াশোনা ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করছেন।

বিশেষ করে যাদের পক্ষে নিয়মিতভাবে কোনও প্রতিষ্ঠানের অফিসে কাজ করা কঠিন, তাদের কাছে ডিজিটাল উদ্যোগ বিকল্প সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। তবে কনটেন্ট তৈরি করলেই যে আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে, তা নয়। নিয়মিত আয়, নিরাপত্তা, সময়ের ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ।

নারী ক্রিয়েটরদের ক্ষেত্রে অনলাইন হয়রানি, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার এবং অযাচিত মন্তব্যের সমস্যাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। তাই এই ক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা এবং সম্মানজনক অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করাও জরুরি।

৭. ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের নতুন দিগন্ত

ভারতের কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতির অন্যতম শক্তি তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য।

দেশের প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ষাণ্ডাভাস, পোশাক, সংগীত, উৎসব ও জীবনযাপনের ধরন। সামাজিক মাধ্যম এই বৈচিত্র্যকে বৃহত্তর দর্শকের সামনে তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছে।

বাংলা ভাষার ক্রিয়েটরদের কথাই ধরা যাক। কেউ বাংলার লোকসংগীত ও লোকশিল্প নিয়ে কাজ করছেন, কেউ ইতিহাসের অজানা অধ্যায় তুলে ধরছেন, কেউ বইয়ের আলোচনা করছেন, আবার কেউ দৈনন্দিন জীবনের হাস্যরসকে ভিডিওর মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন। তাদের কনটেন্ট শুধু বাংলাভাষী দর্শকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমন নয়; প্রবাসী বাঙালিরাও এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। এভাবে সামাজিক মাধ্যম স্থানীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সরক্ষণে সহায়ক হতে পারে। তবে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় অনেক সময় অতিরঞ্জন, ভুল তথ্য কিংবা সংস্কৃতির সরলীকৃত উপস্থাপনও দেখা যায়। ফলে ক্রিয়েটরদের দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮. সাফল্যের আড়ালে যে কঠিন বাস্তবতা

মেটোর প্ল্যাটফর্মে লক্ষ লক্ষ মানুষ কনটেন্ট তৈরি করলেও তাদের প্রত্যেকের পক্ষে পেশাগত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। সামাজিক মাধ্যমে দৃশ্যমান সাফল্য এবং বাস্তব কাছের সাফল্যের মধ্যে যেখৈ ব্যবধান রয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ‘দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস’সম্মু জানানো যে ভারতের মাত্র ১২ শতাংশ ক্রিয়েটর তাদের জীবিকার অন্তত ৭৫ শতাংশ সামাজিক মাধ্যম থেকে অর্জন করেন। অর্থাৎ অনেকের কাছেই কনটেন্ট তৈরি এখনও পার্শ্ব আয়ের উৎস, সম্পূর্ণ জীবিকার বিকল্প নয়। এই বাস্তবতা থেকে কয়েকটি সমস্যা সামনে আসে।

প্রথমত, আয়ের অনিশ্চয়তা। কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বা স্পন্সরশিল্প পাওয়া গেলেও পরের মাসে তা নাও মিলতে পারে। দ্বিতীয়ত, অ্যালগরিদমের ওপর নির্ভরতা। কোন ভিডিও কত মানুষের কাছে পৌঁছবে, তা অনেকাংশে প্ল্যাটফর্মের সুপারিশব্যবস্থা ও দর্শকের আচরণের ওপর নির্ভর করে। ফলে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেও কোনও ক্রিয়েটর হঠাৎ দর্শকসংখ্যা কমে যাওয়ার সমস্যায় পড়তে পারেন।

তৃতীয়ত, মানসিক চাপ। নিয়মিত নতুন ভিডিও প্রকাশ, দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখা, অন্তের সাফল্যের সঙ্গে নিজের তুলনা এবং নেতিবাচক মন্তব্যের মোকাবিলা করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা। জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য কেউ কেউ নিজের পরিবার, বাড়ি কিংবা ব্যক্তিগত মুহূর্তের অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। এর ফলে নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত পরিসরের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এই কারণে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, দক্ষতা, আর্থিক সচেতনতা এবং মানসিক সুস্থতার বিষয়গুলিও যুক্ত থাকা দরকার।

৯. শুধু ভাইরাল ভিডিও নয়, দরকার দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা

ডিজিটাল অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য অর্জনের জন্য কেবল ফলোয়ার বাড়ানা যথেষ্ট নয়। একজন ক্রিয়েটরের কাছে বিয়য় সম্পর্কে জ্ঞান, ভালো উপস্থাপনা, নিয়মিত কাজ করার অভ্যাস এবং দর্শকের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক থাকা জরুরি।

লক্ষমূলক ভিডিও তৈরি করলে তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বা আর্থিক বিষয় নিয়ে কথা বললে ভুল পরামর্শের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। পণ্য প্রচারের জন্য অর্থ বা অন্য কোনও সুবিধা পেলে প্রযোজা নিয়ম অনুসারে সেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রকাশ করা উচিত।

একইভাবে, অন্তের ভিডিও, সংগীত, ছবি বা লেখা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে কপিরাইটের সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই কনটেন্ট তৈরির পাশাপাশি মৌলিকতা, আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং নৈতিক দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রিয়েটরদের উচিত নিজজন্দের আয়ের উৎসের সঙ্গে দর্শকের পথ তৈরি করার চেষ্টা করা। শুধু একটি প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর না করে নিজস্ব ওয়েবসাইট, প্রশিক্ষণ, পণ্য, পরিষেবা কিংবা অন্যান্য বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেদের কাজকে আরও স্থিতিশীল করা সম্ভব।

১০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যতের ক্রিয়েটর অর্থনীতি

আগামী দিনে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কাজের ধরন বদলে দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। ভিডিও সম্পাদনা, ক্যাপশন লেখা, ভাষান্তর, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা এবং দর্শকের পছন্দ বোঝার মতো কাজে নতুন প্রযুক্তি সহায়তা করতে পারে।

মেটোর মতো প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এআই-ভিত্তিক সরঞ্জামের উন্নয়নে কাজ করছে। এই প্রযুক্তি ছোট ক্রিয়েটরদের জন্য কিছু কাজ সহজ করতে পারে, যেগুলির জন্য আগেই সেময় লাগত বা অর্ধেক প্রয়োজন হতো।

উদাহরণস্বরূপ একজন বাল্য ভাষার নির্মাতা নিজের ভিডিওর অন্য ভাষায় অনুবাদ তৈরি করে আরও বড় দর্শকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারেন। আবার কোনও ছোট ব্যবসা এআই-সহায়তায় বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরি করে দেখতে পারে কোন উপস্থাপনাটি বেশি কার্যকর।

তবে প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, ততই মৌলিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার গুরুত্ব বাড়বে। এআই দিয়ে তৈরি ভুয়ো ছবি, বিভ্রান্তিকর ভিডিও এবং অনুমতি ছাড়া কারণ্ড মুখ বা কণ্ঠস্বর ব্যবহার করার মতো সমস্যাও বাড়তে পারে। তাই প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

ভবিষ্যতে শুধু বেশি ভিডিও তৈরি করতে পারা নয়, বরং দর্শকের জন্য অর্থহীন, নির্ভরযোগ্য ও স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু তৈরি করতে পারাই ক্রিয়েটরদের বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

মোটো একটি মঞ্চ, প্রতিভার আসল শক্তি মানুষের হাতে

ভারতের কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতির উত্থান ডিজিটাল সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও রিলসের মতো মেটোর প্ল্যাটফর্মগুলি বহু মানুষকে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ, দর্শক তৈরি এবং ব্যবসায়িক সুযোগ খোঁজার একটি মঞ্চ দিয়েছে। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেউ শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন, কেউ উদ্যোক্তা হচ্ছেন, কেউ আবার শিক্ষা ও তথ্যের প্রসারে অবদান রাখছেন। তবে এই সাফল্যকে শুধু একটি প্রযুক্তি সংস্থার কৃতিত্ব হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। সস্তা স্মার্টফোন, ইন্টারনেটের বিস্তার, ডিজিটাল পেমেন্ট, বিজ্ঞাপনলাভের আগ্রহ, দর্শকের পরিবর্তিত অভ্যাস এবং নির্মাতাদের ব্যক্তিগত পরিশ্রম;সব মিলিয়েই এই অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ইউটিউবসহ অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অবদানও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই বিপুল সৃজনশীল শক্তিকে টেকসই কর্মসংস্থান, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং দায়িত্বশীল ডিজিটাল সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা। ক্রিয়েটরদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানো গেলে এই ক্ষে

শিক্ষাই হোক এগিয়ে চলার শক্তি

সামিরুলের পাশে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ



পারে, সেই বার্তাই এই উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়ে সাক্ষরদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষা মানুষের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আর্থিক বা শারীরিক প্রতিকূলতার কারণে কোনও পড়ুয়ার পড়াশোনা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সাক্ষরদের এগিয়ে পড়া দিয়ে সেই সামাজিক বাস্তবদত্তাই পরিষ্কার দিলেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, “শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কখনও মানুষের স্বল্পপুরণের পথে অন্তরায় হতে পারে না, যদি তার মনের জোর ও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে। শেখ সাক্ষরুল তার মানসিক দৃঢ়তা এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের মধ্য দিয়ে সেই ইচ্ছাই প্রমাণ করছে। ওর মতো পড়ুয়ারে উৎসাহিত করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের কর্তব্য। বই কেনার জন্য সামান্য আর্থিক সহায়তা পেয়ে সাক্ষর মনে ওর পড়াশোনার কিছুটা সহযোগিতা করতে পেরে ভালো লাগছে। আমি চাই, সাক্ষরুল মন দিয়ে পড়াশোনা করুক, জীবনে বড় হোক এবং নিজেকে স্বপ্নপুরণ করুক। শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে কখনও নিজের দুর্বলতা বলে মনে না করে— আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। ওর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আমার হস্তরক্ষিত হবে। শুকবিমাণ রইল। দশমীরক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সাক্ষরুল আগামী দিনে পড়াশোনার্যায় আরও সাফল্য অর্জন করুক, উন্নতিত হয়ে নিজের ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করুক। এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।” থানাকুলের এ পড়ুয়ার পাশে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষেরক দাঁড়ানোর ঘটনটি সমাজে মানবিকতা, সহৃদয়তা এবং শিক্ষার প্রসারে সহযোগিতার গুরুত্বকে আরও একবার সামনে নিয়ে এল।

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাটের বিরামনগরে বেজিপে নেতা আন্দুর রউফ সরদারের পরিবারের এক বিধা জমিতে লাগানো মানকচুর ফসল কেটে নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনাকে উল্লেখ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

বেজিপে নেতা আন্দুর রউফ সরদারের অভিযোগ, এলাকায় একটি ইউটারির মাঠে প্রতি বছর নকড়াউই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই খেলাকে কেন্দ্র করে অতীতে এলাকায় ব্যাপক

অশান্তি হয়েছে। ইউপিটকেন্দ্র ছেড়ার পাশাপাশি বানি নক্শেপের ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি তাঁর। এই অশান্তি বন্ধ করতে তিনি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বেজিপে নেতৃসঙ্ঘের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ চান। খেলা বন্ধের উদ্যোগ শুরু হতেই তাঁর পরিবারেরর চেষ্টা উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ বেজিপে নেতার। সরাসরি তাঁর ক্ষতি করতে না পেরে পরিবারের এক বিধা জমির মানকচুর ফসল কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। এই ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি বসিরহাট থানাতেও লিখিত অভিযোগ

করেছেন। আন্দুর রউফ
অভিযুক্তদের চিঠিত করে অলিগেছে
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি
জানিয়েছেন তিনি।

আন্দ্যদিক, তৃণমূল নেতা সুবীর
সরকার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার
করেছেন। তাঁর বক্তব্য, পারিবারিক
বিবাদ-সহ বিভিন্ন ঘটনায়
ইচ্ছাকৃতভাবে তৃণমূলকে দায়ী করা
হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে মমতা পঙ্খী
তৃণমূলের কোনও যোগ নেই বলে
দাবি তাঁর। তবে কেউ অন্যায় করে
থাকে। তার শাস্তি হওয়া উচিত
বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
রাজনৈতিক চাপানুভারের মতো
এখন তার পুলিশের হস্তে।

ভিন রাজ্যে উদ্ধার কাঁকসার যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ

‘ভোট বাঁচাও দেশ বাঁচাও’ কর্মসূচি বাঁকুড়া কংগ্রেসের



চন্দ্রকোনায় ডিজিটাল প্রতারণা!
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে
উধাও ৭৫ হাজার টাকা



তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার
পেছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে এবং
যারা এই ঘটনা চলে জড়িত, তাদের
শনাক্ত করে কঠোরতম শাস্তির
জানিয়েছে মুক্তের পরিবার। এরপরই
সুকীচাদের আশয় করিসা থানায়
একটি বিলিভ অভিযোগ দায়ের করলে
পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর
ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা
পরিবারটিকে সমবেদনা জানাতে
বাড়িতে ভিড় জমান। এই ঘটনায়
মুগুই পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কোভ
উপরে দিয়েছেন মুক্তের পরিবার ও
স্থানীয় পদবিদ।

মুহুই পুলিশের পক্ষ থেকে কাঁকনায় পরিবারের সদস্যদের কাছে একটি ফোন আসে। মুহুই পুলিশই ফোন করে বিশ্ব দেশ-র বুলস্ট মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ও তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি জানায়। পুলিশের ফোনে পাওয়ার পরই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পরিবারের সদস্যরা বারবার ওই ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট উত্তর মেলে নি। এমনকি কিছু বৈধ সম্মার পর থেকে ওই ঠিকাদার আর ফোন ধরছেন না বলেও পরিবারের দাবি। ঠিকাদারের এই সন্দেহজনক আচরণ ও ঘটনার আকস্মিকতায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। তাঁদের দাবি, বিশ্ব কেমনভাবেই আত্মহত্যা করতে পারে না। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে জোরালো অভিযোগ।

গত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। এয়াই পেশাবারের কাছে এখন একমাত্র হু হু পেশাবারের মতো বাচ্চা ফিরিয়ে পেশাবার পক্ষ থেকে স্থানীয় বিধায়ক ও বদেবদ জানানো হয়েছে, যাতে সরকারি র মূহুহুহু দ্রুত কাঁসার বিক্িড্ডিয়ার ানার ব্যবস্থা করা হবে। কাঁসা ানার শু গুরু কব্বহুহু

র বিধায়ক চন্দ্র শেখর বদেদাধায়্য াইই তিনি জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর পরিবারিয়ার পাশে আছেন। তিনি খবর ভেঙের মুখামস্ত্রীকে এই বিষয়ে চিঠি লেখতে সিদ্ধান্তে বাড়ি পৌছান।

কাটোয়ায় মহিলাকে মারধর, শ্রীলতাহানি ও টাকা ছিনতাই

ধৃত তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: এক মহিলাকে নিম্নমভাবে মারার, শীলতাহানি, গলা টিপে খুবের স্টেপ এবং ৭০ হাজার টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাওয়া লালু চ্যাটার্জি গুরুত্ব লালুকে প্রেপ্তার করেছে কাটোয়া থানার পুলিশ।



ভাঙচুর চালিয়ে জোরপূর্বক ৭০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।
যাওয়ার সময় বাকি টাকা নির্বাচনের পর আদায় করা হবে বলে
কড়া হুমকি দিয়ে যায় তারা।

পূৰ্ণিম ও স্থানীয় সূত্ৰে জানা গিয়েছে, ঘটনাক্ৰম সূত্ৰপাত গত ২ মার্চ। অভিযোগকাৰণীৰ আনহাৰা বিবৰণ দিবি, কাটোৱা বাৰাণসীনাড়্যত ত্ৰু অস্থল বেনিগম বিবিৰে ধোখেত গিয়েছিলোৱনি তিনি। অভিযোগ, সেই সময় লাৰ্ণট চ্যাৰ্জি, দিশত পাল, বাবুলান শেখ ও সুখীয়া মুখাৰ্জি সহ একলম দুকুতি আমচকা ধাঙিতে চড়াও হয় এবং আন্যাতাৱিও লক্ষ টকা দৰি। টকা দিওঁ অধিকাৰকাৰণীৰ গাৰ্হিঙি উলুও গণা ওক। অভিযোগ, আনহাৰা বিবিকৈ চুলেৰ মুঠ ধৰে নিৰ্মমভাবে মাধৰৰ কাহা হা এবং গণা টিপ মেৰে ফেলাৰ স্ৰেটা চালানো হয়। এমনকি ত্ৰৈ পোকা ছিড়ে দিওঁ স্ৰীলভাৱানি কাহা হয়। বালও অত্ৰৈ শোনা হায়েছে। এপৰাই দুকুতিয়া ঘৰে

এই নারকীয় ঘটনার পর অভিব্যক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে কটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা মহিলা। তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার রাতে কারোয়ার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে মূল অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ভাইপো লাল্টু চ্যাটার্জি ওরফে লালুকে। পুলিশ বিশদভাবে এই মামলার বাকি দুজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে জেল হোজারে রয়েছে।

শবর জনজাতির সঙ্গে কোজাগরীর
আনন্দ ভাগ করে নিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: উৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বার্থী নিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীকান্ত ডাঙা উপলক্ষে শবর জন্মেজাতি-সহ প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। নতুন বস্ত্র বিভরণ থেকে শুরু করে মাথাফোড়োলের আয়োজন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মূল দিয়ে আসে সঙ্গে উৎসবের দিনটি কাটানো তিনি। সোমবার সকালে বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকার রক্তা গ্রামে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীকান্ত ডাঙা উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে শবর সম্প্রদায়ের শিশু, মহিলা ও পুরুষদের সঙ্গে সময় কাটান বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়ার পাশাপাশি উৎসবের আবহে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। এদিন প্রায় ৫০০ জনের দুঃস্থ মানুষের জন্য খিড়ি ও চটনি-সহ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও করা হয়। উৎসবের দিনে নতুন বস্ত্র ও খাবার পেয়ে খুশি হন উপস্থিত মানুষজন। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, উৎসবের আনন্দ থেকে সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা ভাগে বঞ্চিত না হন, সেই ভাবনা থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলেছেন জ্ঞান তিনি। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলার শবর জন্মেজাতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে রাজ



বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
উৎসবের দিনে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে
গোঁছে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানোর এই উদ্যোগে রঙা
গ্রামে তৈরি হয় আনন্দময় পরিবেশ। সামাজিক ও
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে পাঁড়ানোর
পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে
নেওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্মিলিত, মানবিকতা ও
পারস্পরিক সহযোগিতার বাতায় উঠে আসে এই
কর্মসূচিতে।

বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
উৎসবের দিনে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে
গোঁছে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানোর এই উদ্যোগে রঙা
গ্রামে তৈরি হয় আনন্দময় পরিবেশ। সামাজিক ও
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে পাঁড়ানোর
পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে
নেওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্মিলিত, মানবিকতা ও
পারস্পরিক সহযোগিতার বাতায় উঠে আসে এই
কর্মসূচিতে।

বাঁকুড়ায় একাধিক প্রাচীন লক্ষ্মীপূজো ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার পুরানো লক্ষ্মীপুজাওলি ঘিরে রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জেলায় প্রাচীন লক্ষ্মীপুজাওলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোপবর্দী গ্রামের দাস পরিবার ও বাঁকুড়া শহরের নতুনচাটী এলাকার রুইদাস পাড়া সর্বজনীন। বাঁকুড়ার নতুনচাটীর রুইদাসপাড়ার বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজাে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বিগ বাজেটের। এই পূজার বাজেট দুই থেকে আড়াই লক্ষেরও বেশি। এই পুজাে কমিটির সদস্য ভোলানাথ রুইদাস, চরণরাজ রুইদাস, প্রণব রুইদাস ও সবিতা রুইদাসদের বহুভাব্য, একসময় সমাজে উঁচু নীচ জাত নিয়ে অনেক ছোদোভেদ ছিল। উঁচু জাতের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে নীচ জাতের মানুষের দূরত্ব ছিল।

কথিত আছে যে রুইদাস সম্প্রদায় নিন্দ শ্রেণিতত্ত্ব। তাই সেই সময় তাদের সব পুজোয় অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। সেই আবেহ এই পুজো শুরু হয়েছিল। এখন পুজোর বয়স ১৮৪ বছর। বাঁকুড়া শহরের নতুনচাটীর রুইদাস পাড়ার মানুষজন লক্ষ্মীপুজাে করেন। তবে সবম বদলেছে। ভেদাদে ভয়ে জাতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সব অনুষ্ঠানেই যোগ দেন। তবু ধারাবাহিকতা মেনে নতুনচাটী রুইদাস পাড়ায় পুজা দেবী লক্ষ্মী। নতুনচাটী রুইদাস পুজার আয়োজন করে থাকে



শুরু
খন
ধর্ম
সংসব
সেই
নও
হন
গাড়া
এই
খন

বড় স্থায়ী মন্দির ও প্রতিমা তৈরি
হয়েছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
আয়োজন হয়ে থাকে। তেমনই
নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা
হয়। পূজোর দিন গুলিতে প্রতিটি
বাড়িতে আত্মীয় স্বজনদের ভিড়
লেগে থাকে। নতুনচাঁচি রুইদাস পাড়া
ঘোলে আনা লক্ষ্মী মন্দির কমিটির
এক সদস্য প্রদীপ রুইদাস বলেন,

জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকেই পূজোত্তম অংশ নেওয়ার আদর্শে তীব্র পুজোলাভেচনা। লক্ষ্মীপুজোর দুর্গাপুজোর মতোইহিন্দুসাম্প্রদায়িক করা হয়। তবে এই পুজোর অনন্দ খরচ রুইদাস সম্প্রদায়ের লক্ষ্য মানুষ বরন করেন। বাইরে থেকে কোনও চান্দা নেওয়া হয় না। অন্যদিকে গোপাল্বী গ্রামের দাস পরিবারের লক্ষ্মীপূজা ২৫০ বছরেরও বেশি পুরানো। কথিত আছে, দেবী লক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশে পেয়ে কুঁড়ে ঘরে পুজো শুরু করেছিলেন দাস পরিবারের পূর্বপুরুষ তিলকদাস। সেই পুজো হয় পুরুষ ঘরেই আসছে। এখানে দেবী লক্ষ্মীর দুই পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া। যমিষ্ঠ স্থানীয়দের দাবি, দেবীর দুই পাশে দুই পুত্র থাকেন। লক্ষ্মীপূজার শুরুর দিন গরিব পরিবারগুলোর হয়ে পাঁচ জন গরিব পুজো চলে। তার পর প্রতিনিয়ত বিবর্তন হয়। এখন স্থায়ী মন্দির তৈরি হয়েছে। সেখানে নিত্য পুজো হয়। লক্ষ্মী পুজে উপলক্ষে মেতে ওঠেন গোটা গ্রাম। পুজাবারের সদস্যদের বক্তব্যে দেবী লক্ষ্মীর নামে যে দান বিধা জমি ও একটি পুকুর রয়েছে তা

থেকে পুজোর ব্যয়ভার অনেকটাই বাস
বহন করা হয়। বর্তমানে দাস
পরিবারের পুজোর পাঁচ জন
পালাদার রয়েছে। তিলক দাসের পুত্র
শ্যাম দাসের পাঁচ জন ছেলের মধ্যে
পুজোর দায়িত্ব ভাগ হয়েছিল। আজ
প্রায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে
ইহে পাঁচ পালাদারই রয়েছে। আর
বেশত্ব হয়নি বা মিশেও যায়নি। ফা-
বছর এক এক পরিবারের পালা
পড়ে। প্রতি বছর পাঁচ পালাদারের
ঘর থেকে পাটটি লক্ষ্মী ও ঘট নিয়ে
আসে ঘাষ মূল মন্দিরে। পরদিন
নিজস্ব পুকুর থেকে জল ভরে ঘট
নিয়ে মন্দিরে আনেন এক একটি
পালাদার পরিবার। তারপর শুরু হয়
মূল পুজো। পুজোর সময় মন্দিরে
আসেন কুম্ভবেশত দমোদর অর্থাৎ
নারায়ণ। গোটা বছর জুড়ে এক মাস
এক মাস করে দমোদর এক একটি
পালাদারের ঘরে ঘোরেন।
কোজাগরি পুজোর সময় তিনি লক্ষ্মী
মন্দিরে পুজো পান। পুজো শেষে
আবার কোনও এক পালাদারের ঘরে
বিশে যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের
কিঙ্গে, এই দাস পরিবারে দেবী লক্ষ্মী
অত্যন্ত জগত।

দূষণ রুখতে দিল্লিতে পয়লা পেট্রল নয়, ১০০ শতাংশ ইথানলেই ছুটবে গাড়ি



নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: প্রতিবছরই শীতের মরশুমে দিল্লির বাতাসের গুণমান তলানিতে ঠেকে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবার পদক্ষেপ করল দিল্লি সরকার। দিল্লির বাইরে নথিভুক্ত ‘বিএস-৬’ মানদণ্ডের নীচের সমস্ত গাড়ির আগামী ১ নভেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীতে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের অনুমান, এই সিদ্ধান্তের জেরে দিল্লি সংলগ্ন জাতীয়

রাজধানী অঞ্চলের (এনসিআর) গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা এবং গাজিয়াবাদের ১০ লক্ষেরও বেশি গাড়ি বিপাকে পড়তে চলেছে। তবে বৈদ্যুতিক এবং সিএনজি-চালিত গাড়িগুলিকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে রাজধানীর সমস্ত প্রবেশপথে নাকা তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করছে প্রশাসন। সীমান্তের চেকপোস্ট এবং

গুরুত্বপূর্ণ লেনগুলিতে ‘অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন’ (এএনপিআর) ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত এই ক্যামেরাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্লেট স্ক্যান করে সেটির দূষণের মানদণ্ড চিহ্নিত করবে। পাশাপাশি, নয়ডা, গুরুগ্রাম এবং গাজিয়াবাদ থেকে বিএস-৬ এর নীচের কোনও গাড়ি যাতে দিল্লিতে ঢুকতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সীমান্তে ব্যারিকেড দিয়ে সরাসরি গাড়ি অটোকানোর ব্যবস্থাও থাকছে। গোট্টা প্রক্িয়া তদারকি জন্ম পরিবহণ দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট দলের প্রায় ৩০০ কর্মীকে মোতায়েন করা হবে। কাজের সূত্রে প্রতিবেশী শহরগুলি থেকে যারা গাড়ি নিয়ে দিল্লিতে যাতায়াত করেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তাঁরা চরম সমস্যার মুখে পড়বেন। পরিবহণ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী; নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডা, এই দুই শহরে বিএস-৬ মানদণ্ডের নীচে থাকা গাড়ির সংখ্যা ৪ লক্ষেরও বেশি। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি গাড়িই ‘বিএস-৪’ পর্যায়ের, যার বেশির ভাগই পেট্রলচালিত চারচাকা। গাজিয়াবাদেও প্রায় ৪ লক্ষ গাড়ি রয়েছে, যা বিএস-৬ মানদণ্ডের নীচে। গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে এমন গাড়ির সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ, যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই ‘বিএস-৩’ এবং ‘বিএস-৪’ পর্যায়ের। এ ছাড়া এই দুই জেলায় বিএস-৬ এর নীচে থাকা প্রায় ৫০ হাজার বাণিজ্যিক গাড়িও রয়েছে।



নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: দেশে জ্বালানি খরচ কমাতে ইথানলের উপরই ভরসা কেন্দ্রে। ই২০ বিতর্কের মাঝেই এবার ই২০০ জ্বালানিতে সবুজ সংকেত দিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। অর্থাৎ, গাড়ি চালাতে আর লাগবে না পেট্রল, ১০০ শতাংশ ইথানলেই ছুটবে যানবাহন। ‘মোটর ভেহিকেলস রুল’-এ যে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যানবাহনের ওজন। জানা গিয়েছে, যানবাহনের মোট ওজনের সর্বোচ্চ সীমা ৩ হাজার কেজি থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার ৫০০ কেজি করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, ভিনদেশ থেকে আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমাতেই ইথানলের জ্বালানি তৈরি করতে মরিয়া সরকার। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবেহে ইথানলের গুরুত্ব আরও বেশি করে অনুধাবন করতে পারছে মোদী সরকার।



সম্প্রতি ‘সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেলস রুল’, ১৯৮৯-এ সংশোধনী এনেছে কেন্দ্র। এর মাধ্যমে ‘ভেহিকেল এমিশন স্ট্যান্ডার্ড’, জ্বালানির স্পেসিফিকেশন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিমালায় ই৮৫-এর পাশাপাশি ই-১০০-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে গাড়ি নির্মাকারী সংস্থাগুলি এমন যানবাহন তৈরি করতে পারবে, যেগুলি শেফ ইথানলেই ছুটবে। তবে, ই৮৫ এবং ই১০০ কেবল সেই সব যানবাহনেই ব্যবহার করা যাবে, যেগুলি বিশেষভাবে অনুমোদিত। প্রচলিত

পেট্রোলচালিত গাড়ি, এমনকী ই২০-তে চলার উপযোগী গাড়িগুলিতেও ই১০০ জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে না। ই৮৫ বা ই১০০ জ্বালানিতে গাড়ি চালাতে হলে ইঞ্জিনে বদল আনতে হবে। কিন্তু বর্তমানে বাজারে সেই গাড়ি নেই। সুতরাং পুরোপুরি ইথানলে গাড়ি ছোটতে হলে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তরপ্রদেশে রাহুল গান্ধির কনভয়ে দুর্ঘটনা

লখনউ, ২৬ অক্টোবর: দুর্ঘটনার কবলে রাহুল গান্ধির কনভয়। সোমবার সকালে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য সুলতানপুর কোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। হাইওয়েতে আচমকই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কনভয়। পাঁচটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। যদিও সুরক্ষিত রয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অ্যান্ড্রাল্যাসের সঙ্গে এক কংগ্রেস কর্মীর গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তার রেশ গিয়ে পড়ে অন্যান্য গাড়িগুলির উপর। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তবে কনভয়ের যে অংশে দুর্ঘটনা ঘটেছে, রাহুলের গাড়ি তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল। ফলে তিনি নিরাপদেই রয়েছেন। যে পাঁচটি গাড়িতে একে অপরের ধাক্কা লেগেছে, সেই গাড়ির আরোহীরাই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন, সেই সংখ্যাটা একাধিক। তবে কারোর আঘাত গুরুতর নয় বলেই খবর। দুর্ঘটনার রেশ কালিয়ে অবশ্য রাহুল আদালতে হাজিরা দিয়েছেন এদিন।



অমিত শাহ যখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, সেসময়ে তাঁকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল রাহুলের বিরুদ্ধে। ওই মামলার শুনানি দীর্ঘদিন ধরে চলছে সুলতানপুরের এমপি এমএলএ কোর্টে। সোমবার সেখানেই হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন রাহুল। লখনউ থেকে রওনা দিয়েছিল তাঁর কনভয়। গন্তব্যে পৌঁছানোর মাত্র ৩৫ কিলোমিটার আগে আচমকই দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, একটি অ্যান্ড্রাল্যাস পিছন থেকে গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। সেই আঘাতের জেরেই পরপর পাঁচটি গাড়িতে সংঘর্ষ হয়।

আরএসএস নেতা-সহ পরিবারে তিন সদস্যকে গুলি করে খুন

লখনউ, ২৬ অক্টোবর: পার্কিংয়ে গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে সামান্য বচসার জেরে আরএসএস নেতা-সহ পরিবারের ৩ সদস্যকে গুলি করে খুন! সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের সাততগজের নয়াবস্তা এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্তকে স্বাভাবিক গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তে স্মরণ দেওয়া পাঠানো হয়েছে পুলিশের তরফে।



দেয়। অভিযুক্ত স্বাভাবিক খুন-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বাড়ির সামনে মন্দিরের কাছে গাড়ি পার্ক করার কেন্দ্র করে প্রতিবেশী স্বাভাবিক গুলার সঙ্গে তর্ক হয় আরএসএস নেতা শিবাজি তিওয়ারির। সেখানে ছিলেন স্বাভাবিক ভাই শিবেন্দ্র ও সূর্যশ। অশান্তি চরমে উঠলে স্বাভাবিক বাড়িতে

গিয়ে পিছু নিয়ে এসে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিবাজি ও সূর্যশের। শিবেন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সঙ্গে ছিল ফরেনসিক দলও। জানা গিয়েছে, প্রয়াত শিবাজি আরএসএস নেতা এবং লখনউ পশ্চিমের সহ-জেলা কর্মকর্তা ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীও ছিলেন। এদিকে আরএসএস নেতার মৃত্যুতে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ নেতানিয়াহুর ভাগ্যপরীক্ষা, ‘বন্ধু’র পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা ট্রান্স্পার

ওয়াশিংটন, ২৬ অক্টোবর: আজ ইজরায়েলে হতে চলেছে সাধারণ নির্বাচন। ২০২৩ সালে হামাস হামলার পর এই প্রথমবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশটিকে। যা ঠিক করে দেবে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। হাইডোস্টেজ এই নির্বাচনে নেতানিয়াহুর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোটকে। তবে মঙ্গলবার ভোটগ্রহণের আগে নেতানিয়াহুকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ট্রাম্প বার্তা দিলেন, ‘বিবিকে ভোট দিন আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতানিয়াহুর প্রতি খোলাখুলি সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। যেখানে তিনি লেবেন, ইজরায়েলের ভোটারদের উচিত নেতানিয়াহুর হাত শক্ত করা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফের বিবিকে



ভোট দিন। কারণ আমরা যে কাজ শুরু করেছি, তা আমাদের একসঙ্গে শেষ করতে হবে।’ শুধু নেতানিয়াহুর প্রশংসা নয়, একইসঙ্গে ঈশ্রিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। নিজের বাণীয় বৃদ্ধির দিয়েছেন, ইজরায়েলে যদি অন্য কোনও

রাজনৈতিক শক্তি বা ভুল নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে, তবে ওয়াশিংটন আর আগের মতো পাশে দাঁড়াবে না। তিনি লেবেন, ‘যদি ইজরায়েল এমন কোনও নেতাকে বেছে নেয়, যার অর্থ বিবি (নেতানিয়াহু) ছাড়া অন্য কেউ, তবে আমেরিকাকে একাই সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। আর সেই কাজে আমার বিপুলমাত্র আগ্রহ নেই।’ এদিকে ইজরায়েলে ফের ক্ষমতায় আসতে আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুস্পর্ককে হাতিয়ার করেছেন নেতানিয়াহু। তাঁর দল লিকুড পার্টির তরফে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু ট্রাম্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরানকে কড়া জবাব দেওয়ার সাফল্য তুলে ধরেছেন। দাবি করেছেন, ফের ক্ষমতায় এলে আগামী ২ বছরের মধ্যে ইজরায়েলের উপর থেকে ইরানের জুজু দূর করে দেবেন তিনি।



কিউয়ি সিরিজের আগে প্রস্তুতিতে বিরাট, মুম্বইয়ে প্রায় দু’ঘণ্টা ব্যাটিং কোহলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে ব্যাট হাতে নিজের জাত চিহ্নিতছিলেন বিরাট কোহলি। এবার লক্ষ্য নিউজিল্যান্ড। আসন্ন পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে নামার আগে কোনওরকম ফাঁক রাখতে নারাজ ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সেই কারণেই সিরিজ গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন তিনি। গুরুত্বার মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করতে দেখা গেল কোহলিকে। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে নেটে কাটিয়ে কিউয়ি বোলারদের মোকাবিলায় প্রস্তুতি সারলেন ভারতীয় তারকা। তাঁর অনুশীলনেই স্পষ্ট, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে নিজের সাম্প্রতিক ছন্দ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তিনি।

নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে নতুন বলে বোলারদের সামলাতে হলে শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হয় ব্যাটারদের। সেই কথা মাথায় রেখেই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের লাল মাটির উইকেটে অনুশীলনের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি। স্থানীয় পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদের বিরুদ্ধেও ব্যাটিং করেন তিনি। অনুশীলনের সময় তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরনেও দেখা গেল পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা।

কখনও সামনের পায়ে ভর দিয়ে পরিচিত কভার ড্রাইভ খেললেন, কখনও আবার বাউন্স সামলাতে পিছনের পায়ে গিয়ে রক্ষণাত্মক শট খেললেন কোহলি। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সময়ও একাধিক কৌশল প্রয়োগ করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনও ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বলের মোকাবিলা করলেন, আবার কখনও নিজের

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই বাহরিনকে হারিয়ে শীর্ষে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই গোলের ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটায় ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিল বাহরিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হার মানল না ভারতের অনূর্ধ্ব ১৫ ফুটবল দল। সোমবার আজারবাইজানে অনূর্ধ্ব ১৫ বিশ্বকাপ ও ফুটবল উৎসবে বাহরিনকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান ধরে রাখল বিবিয়ানো ফার্নান্দেসের দল।

ম্যাচের প্রথমার্ধে ভারতীয় দলের হয়ে গোল করেন ম্যাকডোনাল্ড মাইরারবাম এবং আর লালমেরকুয়াতফেলা। দুই গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারত। শুরুতে বাহরিনের শারীরিক শক্তি ও আক্রমণের চাপে পড়লেও পরে নিজদের গুছিয়ে নেয় ভারতীয় দল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ছবিটা বদলে যায়। পরপর আক্রমণে ভারতীয়

গ্রেপ্তার স্ট্যালিন জমানার শিক্ষামন্ত্রী

চেন্নাই, ২৬ অক্টোবর: পূর্বনত ডিএমকে সরকারের আমরে স্কুলের অনুমোদন দিতে ১০০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তামিলনাড়ু জুড়ে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের জমানার স্কুল শিক্ষামন্ত্রী আনবিল মহেশ পোয়ামোথিকে এ বার সেই দুনীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করল চেন্নাই পুলিশের ‘সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ’ (সিসিবি)।



এই স্কুল-অনুমোদন প্রসঙ্গত, ১৮ সেপ্টেম্বর মহেশ দাবি করেছিলেন, তাঁকে ২৪৬টি প্রশ্ন করা হয়েছিল, সব ক’টিরই সদুত্তর দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিক প্রধান সি জোসেফ সরকারের এই পদক্ষেপকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে চিহ্নিত করেছেন ডিএমকে। তবে পুলিশের দাবি, ২০২১ থেকে ২০২৬ মহেশ

শেষ মুহূর্তে মনবীরের গোলে স্বস্তি, ঘরের মাঠে চেন্নাই বধ মেরিনার্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ বাঁশি বাজার আগে পর্যন্ত গোলের অপেক্ষা। একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে বাড়ছিল উদ্বোধ, গ্যালারিতে জমছিল অস্বস্তি। ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে উঠলেন মনবীর সিং। লিস্টন কোলাসোর নিখুঁত ক্রস, বুক দিয়ে বলের দিক বদলে জালে পাঠালেন মনবীর। ৮৫ মিনিটের সেই গোলে উজ্জ্বল ফেটে পড়ল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। মরশুমে প্রথমবার ঘরের মাঠে নেমে চেন্নাইয়িন এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে তিন পয়েন্ট তুলে নিল মোহনবাগান।

জয় পেতে যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হল সবুজ-মেরুনকে। গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইন্ডিয়ান্সের কাছে মরশুমের প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল দিলেমপেরিসের দল। তার পর দিল্লিতে স্পোর্টিং দিল্লিকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। সেই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই কলকাতায় ফিরেছিলেন বিশাল কইথ, শুভাশিস বসুদের সতীর্থরা। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই ছিল লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত জয় এল ঠিকই, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হল ম্যাচের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত।



শুরু থেকেই বলের দখল এবং আক্রমণে কিছুটা এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। কিন্তু আক্রমণের শেষ পাস কিংবা গোলের সামনে

নিখুঁত ফিনিশিং; কোনওটাই প্রথমার্ধে প্রত্যাশামতো দেখা গেল না। উল্টে সুযোগ তৈরি করে চেন্নাইয়িনও বৃষ্টিয়ে দেয়, তারা শুধু রক্ষণ সামলাতে আসেনি। প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যে কয়েকটি বিপজ্জনক আক্রমণ সামলাতে হয় কাইথকে। তবে সবুজ-মেরুন গোলেরক্ষক ছিলেন নির্ভরযোগ্য। তার দৃঢ়তায় গোল হজম করতে হয়নি মোহনবাগানকে।

প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকার পর বিরতির পর আক্রমণের বাঁজ বাড়ানোর চেষ্টা করে কলকাতার দল। কিন্তু একের পর এক সুযোগ নষ্ট হতে থাকে।

নিয়মিত ডিভিশনাল কর্মার্মিয়াল ম্যানজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক), ওয় তল, ডিআরএম বিশ্ণু, কাহিজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনের ০৯টি স্থানে সুলভ শৌালন (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) -এর লট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞপনের জন্য
যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৩০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR BIRBHUM

ABRIDGED NOTICE INVITING NIQ
ENIQ No - 15/DP/2026
(CSR 2025-26) (2nd Call)
Memo No-522/DP/2026
Dated-14/10/2026

Executive Officer, Dubrajpur Panchayat
Samiti invites NIQ for 1 (one) nos of NIQ
closed on 03.11.2026 at 06.55 PM.
Detailed information including
downloading and uploading time are
available from the website
tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti
Dubrajpur, Birbhum



একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬



‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’ কলকাতার সেরা ও সেরার সেরা পুজোগুলিকে সম্মানিত করতে পেরে খুব লাগছে আগামীদিনের শুভেচ্ছা রইল।
শর্মিষ্ঠা মুখার্জী
অভিনেত্রী



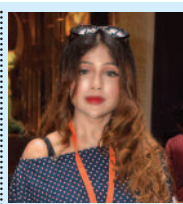
দ্বিতীয় বছর অংশগ্রহণ করলাম ‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’ প্রতিযোগিতায়। ভালো অভিজ্ঞতা। অত্যন্ত আনন্দিত।
সুচরিতা দাস
সংগীত শিল্পী



গত কয়েক বছর ধরে আমিই সেরা। ‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’ প্রতিযোগিতায় আমার অংশীদার ছিলাম। এই বছর একটি বড় আকারে যুক্ত হয়েছি। খুব ভালো লেগেছে। কলকাতার ২৮টি পুজোকে সম্মানিত করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ভালো করার ইচ্ছা রইল।
ডাঃ সুপর্ণ দাস
কর্ণধার, বেঙ্গল
রিহাবিলিটেশন গ্রুপ
(বিহারজি)



গত কয়েক বছর ধরে আমিই সেরা। ‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’ অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। সেরা আর সেরার সেরার পুজোর সম্মান তুলে দিতে পেরে ভীষণ আনন্দ পেলাম। অভিনেত্রী হিসেবে আবেদন পুজো শেষ এবার খুব শীঘ্রই আমার নতুন বাংলা ছবি ‘শিবাজী’ আসছে। সিনেমটি দেখার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন সবাই।
অমৃতা সাহা
অভিনেত্রী



গত কয়েক বছর ধরে আমিই সেরা। ‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’ অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। সেরা আর সেরার সেরার পুজোর সম্মান তুলে দিতে পেরে ভীষণ আনন্দ পেলাম। অভিনেত্রী হিসেবে আবেদন পুজো শেষ এবার খুব শীঘ্রই আমার নতুন বাংলা ছবি ‘শিবাজী’ আসছে। সিনেমটি দেখার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন সবাই।
অমৃতা সাহা
অভিনেত্রী

এবার কলকাতা ও শহরতলির পুজোর মণ্ডপ, আলোকসজ্জা ও প্রতিমা সেরার সেরা নজর কাড়ল। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের মোট ২৮টি পুজো। পুজো কমিটির মুকুটে সংযোজিত হল নতুন পালক ‘একদিন দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’।

‘একদিন’ পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ‘দশভুজা শারদ সন্মান ২০২৬’। কলকাতার প্রায় ২৫০টির বেশি দুর্গাপুজো কমিটিগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে বড়-মেজো-সেজো মিলিয়ে দুটি পর্বে ৬০টি পুজোকে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। কলকাতার ১০টি পুজো কমিটিকে সেরার সেরা পুজো ও বাকি ১০টি সেরা পুজোর ক্যাটাগরিতে বেছে নেওয়া হয়।

মূল প্রতিযোগিতা বেশ কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দুই পর্বের ক্যাটগরি অনুযায়ী সেরার সেরা ১০টি ও সেরা পুজোর ১০টি কমিটিকে বেছে নেওয়া। তাদের মতামত ও পত্রিকার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের মিলিত প্রয়াসে দুই ক্যাটগরির সেরা পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়। এবার বেশ কয়েকটি অজানা পুজোকে সেরা তালিকায় তুলে এনে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শহরের আগামী দিনের উজ্জ্বল



নিউ বিক্রমগড় সর্বজনীন



সম্ভাবনাময় চুটি পুজোকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

পঞ্চমী ও যষ্ঠীর দুপুর থেকে সারারাত কলকাতার সেরার সেরা ও সেরা পুজো কমিটিকে পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। সেরা মণ্ডপগুলিতে অতিথি হিসেবে পুরস্কার দিতে হাজির হন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও ইভেন্টের সাহায্যকারী সংস্থার কর্ণধার।

সমাজের বিশিষ্ট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত সেরা মণ্ডপগুলিতে গিয়ে পুরস্কার প্রদান করেন। ২০২৬ একদিন দশভুজা শারদ সন্মানের টাইটেল স্পনসর ছিল বেঙ্গল রিহাবিলিটেশন গ্রুপ (বিআরজি)। পঞ্চমীর দিনে বিভিন্ন মণ্ডপে পুরস্কার প্রদান করেন অভিনেত্রী অমৃতা সাহা, টাইটেল স্পনসরের তরফে ডাঃ সুপর্ণ দাস, অভিনেত্রী শর্মিষ্ঠা মুখার্জী, সংগীত শিল্পী সুচরিতা দাস, পত্রিকার বাণিজ্যিক বিভাগের প্রধান রঞ্জন বোস, ব্যবসায়ী মনোজিৎ দাস, অনুষ্ঠান পরিচালক শংকর দেব চক্রবর্তী, নির্জন নন্দী ও সঞ্জীব দে-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

একদিন পত্রিকার তরফে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পুজো কমিটির কর্মকর্তা, বিজ্ঞপন দাতা, অতিথিবৃন্দদের জানাই বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন।



আবাসনের সেরা উজ্জ্বল প্রতিভা বাটানগর প্রিন্সেপ

গঙ্গা তীরবর্তী বাটানগর প্রিন্সেপ আবাসন। এখানকার আবাসনের পুজোটি নজরকাড়া। কারণ, এখানকার আবাসিকরা কোথাও যেন হারিয়ে যাওয়া একাম্ববর্তী পরিবারকে ফিরিয়ে এনেছে। সারা বছর নানা ব্যস্ততার কারণে আবাসিকরা একত্রিত হতে পারেন না। কিন্তু বিগত কয়েকবছর ধরে হাজার ব্যস্ততা ফেলে পুজোর চারদিন সকলেই যেন একাম্ববর্তী পরিবার। আর পুজোর আয়োজন পুরোটাই ভার্য্যাল মাধ্যমে।



অথচ পুজোর আয়োজনে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। আর পুজোর চারদিন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ ভরপুর মজা। এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা মোহনবাগান ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবশিশ দত্ত। সঙ্গে ডাঃ সুপর্ণ দাস ও আবাসিকের মহিলা ব্রিগেড। হারিয়ে যাওয়া একাম্ববর্তী পরিবারকে খুঁজে পাওয়ার তাগিদে এই পুজো আগামীর সেরা উজ্জ্বল প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কলকাতার সেরার সেরা পুজো



কাঁকড়াগাছি মিভালি



চেতলা অগ্রণী



ঢালা প্রত্যয়



তালতলা সর্বজনীন



নাকতলা উদয়ন



বিসি ব্লক রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন



বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি আদিবাসীবৃন্দ



রাজডাঙা নব উদয় সংঘ



সন্তোষপুর লেক পল্লি



সুক্ৰুটি সংঘ

কলকাতার সেরা পুজো



কসবা বোসপুকুর শীতলা মন্দির



খড়দহ নন্দনকানন সর্বজনীন



নিউটাউন সিএ ব্লক



বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন



শকুন্তলা পার্ক নেতাজি সংঘ



শোভাবাজার বেনিয়াটোলা সর্বজনীন



সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক



সুকান্ত পার্ক



হরিদেবপুর সোদপুর প্রগতি সংঘ



বেহালা ফ্রেডস